এসএমএপির আওতায়

আদর্শ বাড়ি কার্যক্রম

অর্থায়নে: JICA | বাংলাদেশ ব্যাংক

বাস্তবায়নে: সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
Centre for Development Innovation and Practices (CDIP)

স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন ফাইনান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)র আওতায়

আদর্শ বাড়ি কার্যক্রম

অর্থায়নে: JICA | বাংলাদেশ ব্যাংক

বাস্তবায়নে: সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
Centre for Development Innovation and Practices (CDIP)

গ্রন্থনা ও ছবি
মনজুর শামস

সহযোগিতায়
মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রতাপ নারায়ণ রায়, মো. শাহাদাত হোসেন,
মো. আবু মূসা ভূইয়া ও নিমাই চন্দ্র সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সেখ সেলিম, জি. এম.

প্রকাশনায়
সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

প্রকাশ কাল
নভেম্বর, ২০১৮

ডিজাইন • ইনফ্রা-রেড, ফোন: ৯১২১৪৭২

ভূমিকা

জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিদীপ স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন ফাইনান্সিং প্রোজেক্ট (এসএমএপি)-এর আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণদান কর্মসূচি শুরু করেছিল ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথম পর্যায়ে সিদীপের ৩০টি শাখায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সিদীপের কর্ম-এলাকার কৃষকদের মাঝে এই ঋণের চাহিদা বাড়তে থাকায় পরবর্তীতে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে সিদীপের সব শাখায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পরবর্তীতে জাইকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সিদীপের তিনটি শাখাকে মডেল শাখা হিসেবে নির্বাচন করে এ শাখাগুলোতে এসএমএপি কার্যক্রম আরো ব্যাপক ও ফলপ্রসূ করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে এগারোটি সহযোগী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদের মত বিনিময় সভায় এসএমএপির মনোনীত সদস্যদের বাড়িকে আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়। সিদীপ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ২০১৮ আগস্ট মাস থেকে কুটি, ভরসার বাজার ও নিমসার মডেল ব্রাঞ্চের প্রতিটি ব্রাঞ্চে এসএমএপি ঋণী সদস্যদের ২০টি করে বাড়িকে আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে এসব বাড়ির গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্তাকে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।

জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এই আদর্শ বাড়ি কার্যক্রম খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। একজন ক্ষুদ্র বা মাঝারি চাষি যদি তার বাড়িটিকে আদর্শ বাড়িতে পরিণত করতে পারেন তবে তার পারিবারিক আয় যেমন বাড়বে, তেমনি তা পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষারও নিশ্চয়তা দেবে।

সিদীপের অন্যান্য সদস্য এবং সর্বস্তরের মানুষ যাতে এই উদ্যোগটির চর্চা করে লাভবান হতে পারে সে লক্ষ্যে সিদীপ একটি গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ অনুভব করে। আর সেই তাগিদ থেকেই এই গ্রন্থ প্রকাশ।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
নির্বাহী পরিচালক, সিদীপ

সিদীপের এসএমএপি কার্যক্রম

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) বর্তমানে তার সব শাখায় জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন ফাইনান্সিং প্রোজেক্ট (এসএমএপি)-এর আওতায় ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিদীপ তার কর্ম-এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সার্বিক উন্নয়নে ২০১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক সমঝোতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সিদীপ এসএমএপি তহবিলের জন্য আবেদন করলে ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক এক সম্মতিপত্রের মাধ্যমে ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা প্রদান করে।

এরপর ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকেই সিদীপ তার কর্ম-এলাকার ৩০টি শাখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে এসএমএপির আওতায় ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন ফাইনান্সিং প্রজেক্টের (এসএমএপি) সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে নজরদারি ও বাস্তবায়নের জন্য সিদীপ একটি প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। প্রধান কার্যালয়

ভরসার বাজার মডেল শাখার এসএমএপি ঋণী সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শন করছেন (বাঁ থেকে) এসএমএপি কনসালট্যান্ট টিমের এগ্রিকালচার টেকনোলজিস এক্সটেনশন ম্যানেজার তাপস রঞ্জন বোস (হলুদ জামা পরিহিত), ফজলুল হক খান (পরিচালক, কমূসূচি, সিদীপ), মদন মোহন শীল (টিম লিডার, প্রোজেক্ট ম্যানেজার, এসএমএপি-পিআইইউ) এবং আওলাদ আলম (প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ ব্যাংক)

থেকে পুরো এসএমএপি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন সিদীপের জেনারেল ম্যানেজার জনাব সেখ সেলিম। তিনি এসএমএপি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে সিদীপের মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান কার্যালয়ে এই কার্যক্রম পরিচলিনার জন্য সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জুনিয়র অফিসার (কর্মসূচি) মো, জাহিদুল ইসলাম এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারক করেন কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ নারায়ণ রায়। মাঠ পর্যায়ের পুরো কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তাকে সার্বিক সহায়তা করেন জুনিয়র অফিসার (কর্মসূচি) মো. জাহিদুল ইসলাম। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করেন সিদীপের কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ নারায়ণ রায়। মাঠ পর্যায়ে এসএমএপি-এর ঋণদান, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়নে নজরদারি করেন সকল ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার এবং এরিয়া ম্যানেজারগণ। আর এসএমএপির মাঠ পর্যায়ে পুরো কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ। ব্রাঞ্চের সকল স্টাফ ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন।

তিনটি খাতে সিদীপ এই এসএমএপি ঋণ দিয়ে থাকে– ১. কৃষি খাত, ২. পশু সম্পদ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খাত এবং ৩. কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি খাত। এই তিনটি খাতেরই আবার বেশ কয়েকটি উপখাত রয়েছে। যেমন, কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য উপখাতের ভেতর রয়েছে শিম, লাউ, একাধিক শাক-সবজি, নার্সারি, আমড়া, পেয়ারা, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, অন্যান্য ফল, কেঁচোসার উৎপাদন ইত্যাদি; পশু সম্পদ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খাতের উল্লেখযোগ্য উপখাতগুলো হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস পালন, মুরগি পালন, টারকি পালন, ছাগল পালন

ভরসার বাজার মডেল শাখার এক এসএমএপি সদস্যের সবজি বাগান পরিদর্শন করছেন এসএমএপি কনসালট্যান্ট টিমের এগ্রিকালচার টেকনোলজিস এক্সটেনশন ম্যানেজার তাপস রঞ্জন বোস (হলুদ জামা পরিহিত)

নিমসার মডেল শাখায় এসএমএপি কার্যক্রম পরিদর্শণ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ

ইত্যাদি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বীজ বপন যন্ত্র, ধান মাড়াই যন্ত্র, ধান রোপণ যন্ত্র, অগভীর নলকূপ, ট্রাক্টর ইত্যাদি। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরাসরি এসএমএপি ঋণী সদস্যদের টেলিফোন করে এই কর্মসূচি মনিটর করা হয়।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিদীপ মোট ৫৬ কোটি ৬৬ লাখ ২৯ হাজার টাকা এসএমএপি ঋণ দিয়েছে। এ সময় পর্যন্ত তিনটি খাত মিলে মোট ১৭ হাজার ৪৩৯ জন সদস্যকে এই ঋণ দেয়া হয়।

এসএমএপির ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ

সিদীপ কিছুতেই এ কথা ভেবে বসে থাকে না যে, একজন ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিকে তার কৃষির উন্নয়নের জন্য ঋণ দেয়াই যথেষ্ট। বরং ঋণের টাকাটা যাতে সে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারে, একজন দক্ষ ও আদর্শ কৃষক হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে। আর এ ব্যাপারে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও সিদীপকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ-সহায়তা দেয়া হয়।

২৫-২৬ এপ্রিল, ২০১৮ বগুড়ার আরডিএ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত এসএমএপি মডেল ব্রাঞ্চের ওপর ওরিয়েন্টেশনে সিদীপ থেকে জেনারেল ম্যানেজার সেখ সেলিমের নেতৃত্বে যোগ দেন সিদীপের তিন মডেল ব্রাঞ্চের ম্যানেজারগণ

ভরসার বাজার মডেল শাখার এসএমএপি ঋণী সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশিক্ষক আওলাদ আলম

সিদীপ এই ঋণ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ঋণী (সাধারণত নারী) এবং তার স্বামীকে ঋণের সঠিক ব্যবহার করার ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ করিয়েছে। এই প্রশিক্ষণকে বলা হয় টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস (টিএসএস)। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে সংস্থায় নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে এসএমএপি কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্ররিচালনা করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তাগণ। বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি সিদীপের মধ্যম পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে টিওটি (ট্রেনিং অব দ্য ট্রেইনার) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদেরকে সিদীপের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ শাখা পর্যায়ে এবং মাঠ পর্যায়ে স্পট প্রশিক্ষণ করিয়ে থাকেন।

উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে মোহনপুর শাখার এসএমএপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশিক্ষক আওলাদ আলম, তার ডান পাশে মোহনপুর এরিয়া ম্যানেজার মো. খুরশিদ আলম

বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমএপি'র আওতায় সিদীপের তিনটি শাখাকে মডেল শাখা হিসেবে নির্বাচন করেছে। এই তিনটি শাখা হচ্ছে– ১. কুটি, ২. ভরসার বাজার ও ৩. নিমসার। এই তিনটি শাখার এসএমএপি কর্মকাণ্ডের নজরদারি এবং ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োজিত করা হয়েছে; কুটি শাখার জন্য এ দায়িত্ব পালন করছেন মো. আবদুর রউফ এবং ভরসার বাজার ও নিমসার শাখার জন্য আওলাদ আলম।

বাংলাবাজার শাখার এসএমএপি ঋণী সদস্য এবং তাদের স্বামীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন টিওটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নোয়াখালী এরিয়া ম্যানেজার মুহাম্মদ ইসহাক

নিমসার মডেল শাখার কর্ম-এলাকায় পিহর গ্রামে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে এসএমএপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশিক্ষক আওলাদ আলম

এছাড়া সংস্থার এসএমএপি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে প্ররিচালনা করার জন্য একজন হোমস্টিড গার্ডেনিং ও প্লানটেশনের ওপর পোস্ট গ্রাজুয়েট এগ্রিকালচারিস্ট কর্মরত আছেন, যিনি সর্বদা এসএমএপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করছেন।

এসএমএপি ঋণী সদস্যদের জন্য যেভাবে শুরু হলো

সিদীপের আদর্শ বাড়ি কার্যক্রম

২০১৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে এগারোটি সহযোগী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি মত বিনিময় সভায় এসএমএপির মনোনীত সদস্যদের বাড়িকে আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়– একজন এসএমএপি ঋণী সদস্য যদি তার বাড়িটিকে আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন তা হলে তিনি আর্থিকভাবে যেমন আরো লাভবান হয়ে উঠতে পারবেন, তেমনি বাড়িতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত, পাঠোপযোগী এবং নির্মল বিনোদনের আবহ তৈরি হওয়ায় তার পরিবারের সদস্যরা সুস্থ-সবল, মননশীল জীবনযাপন করতে পারবেন। এই প্রস্তাবে কমপক্ষে ১০টি বাড়িকে আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়। অন্য কোনো উন্নয়ন সংস্থা এ ব্যাপারে সাড়া না দিলেও সিদীপের প্রতিনিধি শেখ সেলিম, জিএম সিদীপের তিনটি মডেল শাখার অধীনে প্রতিটি শাখায় ২০টি করে আদর্শ বাড়ি গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সিদীপের কুটি, ভরসার বাজার ও নিমসার শাখায় ২০টি করে বাড়িকে মনোনীত করে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। সে অনুযায়ী এই তিনটি শাখার ব্যবস্থাপককে ২০টি করে বাড়ি বাছাই করে সিদীপের কৃষি কর্মকর্তাকে দিয়ে ঐসব বাড়ির গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীকে 'আদর্শ বাড়ি'র ওপর প্রশিক্ষণ করিয়ে এই কর্মসূচি শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। আগস্ট মাস থেকে সিদীপের তিনটি আদর্শ শাখায় 'আদর্শ বাড়ি' কর্মসূচি শুরু করা হয়।

পরিবারের আশ্রয়, আয়, সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার উৎস

আদর্শ বাড়ি

একটি আদর্শ বাড়ি অবশ্যই কোনো পরিবারের আয়ের, সুস্বাস্থ্যের ও সুশিক্ষার উৎস হয়ে উঠতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না– সিদীপ একটি আদর্শ বাড়ির জন্য যেসব শর্ত বেঁধে দিয়েছে সে অনুযায়ী কোনো গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্তা যদি তার বাড়িটিকে গড়ে তুলতে পারেন তা হলে তিনি তার বাড়ির পুকুর বা পুকুরগুলোর মাছ, গরুর দুধ, হাঁস-মুরগির ডিম, শাক-সবজি, মোটাতাজা করা গরু-ছাগল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি বিক্রি করে স্থায়ী আয়ের একটি পথ করে নিতে পারেন। একইভাবে তার বাড়িটি একটি 'আদর্শ বাড়ি' হয়ে ওঠায় সেখানে সব সময় স্বাস্থ্যবান্ধব সুপরিবেশ বিরাজ করবে এবং এতে পারিবারিক সদস্যরা সুস্থ-সবল থাকবে, অনেক রোগ-বালাই থেকে রক্ষা পাবে। বাড়িতে পড়ার অনুকূল পরিবেশ থাকার কারণে পরিবারের সন্তানদের শিক্ষালাভে তা সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুস্থ-নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা থাকায় তাদের মানসিক বিকাশে তা ইতিবাচক স্পৃহার সঞ্চার করে। শিশুর মনন বিকাশের প্রসঙ্গে ইংরেজিতে একটি কথা বলা হয়ে থাকে– Home not school, but institution to the children. একজন শিশু তার জাগতিক শিক্ষার বেশির ভাগই অর্জন করে বাড়ি থেকে। সুতরাং একটি আদর্শ বাড়ি হয়ে উঠতে পারে একটি পরিবারের সমৃদ্ধির সোপান।

আশ্রয় একজন মানুষের মৌলিক অধিকার, একটি বাড়ি বা বাসস্থান তার সেই অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। বাড়ি বা বাসস্থান বলতে আমরা সাধারণত কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা একই গোত্রের কয়েকটি পরিবারের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে থাকার জায়গাকে বুঝি। হতে পারে এটি মাটি-খড়-ছন-শণ-বাঁশ-ইট-কাঠের তৈরি ঘরের কোনো বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট বা দালান অথবা বিকল্প ভ্রাম্যমাণ কোনো বাড়ি, নৌকাঘর, ইয়র্ট– অর্থাৎ গোলাকার তাঁবু বা স্থানান্তরযোগ্য যে কোনো আবাসস্থল। আশ্রয় একজন মানুষের জাতিসংঘ স্বীকৃত অন্যতম মানবাধিকার। একটি বাড়ি তাতে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদের জন্য ঘুমানো, খাদ্য তৈরি, পানাহার এবং স্বাস্থ্য রক্ষার সুবিধা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া একটি বসতবাড়ির চৌহদ্দি বা বাস্তুভিটা সবজি-ফলমূল-কাঠ-ঔষধি ফলানো, গবাদিপশু-হাঁস-মুরগি-কবুতর পালন এবং দুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় আর বসত ভিটা সংলগ্ন পুকুরে মাছচাষ করে পরিবারের আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

আজ আমরা একটি বাড়ি বা আবাসস্থলে নিরাপদ আশ্রয়ের যে নিশ্চয়তা বোধ করি, আশ্রয়ের এই নিরাপত্তা অর্জন করতে মানুষকে কয়েক লাখ বছর চর্চা করতে হয়েছে। আদিম অবস্থায় মানুষ গুহায় বাস করতো। লাখ লাখ বছর ধরে হিংস্র

জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচতে, ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করতে করতে অবশেষে মানুষ তার আবাসস্থলকে আজকের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গুহা ছেড়ে এসে উন্মুক্ত জায়গায় তাদের বাসস্থান গড়ে তুলতে থাকে। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ে এসে মানুষ খড়-কুটো দিয়ে কুটির এবং লম্বা ঝুপড়ি ঘর তৈরি করতে শিখে যায়। তবে মানুষ প্রথম কবে থেকে দালানবাড়ি তৈরি করল তার সঠিক হদিস খুঁজে বের করা মুশকিল, তবে নৃতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করে থাকেন যে মেসোপটেমীয় সভ্যতায় মানব সমাজে এই দালানবাড়ির প্রচলন ঘটে। বর্তমান ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চল জুড়ে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে খিস্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যে। ইরাকের ফোরাত ও দজলা নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা মেসোপটেমীয় সভ্যতা সুমেরীয়, ব্যাবেলনীয়, অ্যাশেরীয় ও ক্যালেডীয় সভ্যতাকেও বোঝায়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে দালানবাড়িই হোক বা মাটির কুঁড়েঘরই হোক, মানুষ তার আবাসস্থল তথা বাড়ি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে গুহাজীবন থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই। সব সময়েই তার মাথায় থেকেছে কী করে তার বাড়িটি হয়ে উঠবে আরামপ্রদ নিরাপদ আশ্রয়। এমনকি খনাও এ ব্যাপারে ছড়া কাটতে ছাড়েননি– ‘উত্তর দুয়ারি ঘরের রাজা,/দক্ষিণ দুয়ারি তাহার প্রজা।/ পূর্ব দুয়ারির খাজনা নাই/ পশ্চিম দুয়ারির মুখে ছাই॥/ আলো হাওয়া বেঁধো না,/ রোগে ভুগে মরো না।/মঙ্গলে উষা বুধে পা,/ যথা ইচ্ছা তথা যা।’

বাড়ির ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন অনেক উত্তরণ ঘটেছে। এখন নিজের বাড়িটি মানুষ কেবল নিরাপদ ও আরামদায়ক আশ্রয় ভেবেই থেমে থাকছে না, এটিকে করে তুলছে উৎপাদনমুখীও। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে যথার্থ উদ্যোগ নিলে একটি বাড়ির আয় থেকেই একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ সম্ভব।

জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সিদীপ এসএমএপি ঋণী সদস্যদের ভেতর আদর্শ বাড়ি গড়ে তোলার যে চর্চা শুরু করেছে তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ২০১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আমি সিদীপের তিনটি আদর্শ শাখা– কুটি, ভরসার বাজার ও নিমসার সফর করে মোট ৬০টি আদর্শ বাড়ি দেখে এসেছি। অবশ্য এগুলোকে আদর্শ বাগি না বলে আদর্শ বাড়ির প্রয়াস বলাই শ্রেয়, কারণ এখনো এইসব বাড়ির গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্তাগণ নিজেদের বাড়িকে সিদীপের দেয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এর মাঝেও আমি কিছু তাক লাগানো তথ্য জানতে পেরেছি, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশা করি পাঠকদেরও তা উজ্জীবিত করবে। এখানে সেই বাড়িগুলোরই বর্তমান অবস্থা তুলে ধরলাম।

সিদীপের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী

একটি আদর্শ বাড়ির নমুনা

একটি আদর্শ বাড়িতে যা যা থাকতে হবে এবং যা যা করতে হবে–

- একটি আদর্শ বাড়ির জমির পরিমাণ হবে ৩০-৫০ শতাংশ।
- বাড়িতে ২/৩টি গরু এবং ৪/৫টি ছাগলের একটি করে খামার থাকতে হবে।
- ১০/১২টি হাঁস, ১৫/২০টি মুরগি এবং ২০/২৫টি কবুতর পুষতে হবে।
- কমপক্ষে একটি ছোট পুকুর থাকতে হবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করতে হবে। পুকুরের পাড়ে এবং পুকুরের কিনারায় মাচায় সবজি চাষ করতে হবে। পুকুরের চারপাশে পেঁপে ও কলার চাষ করতে হবে।
- বাড়িতে সবজির বাগান থাকতে হবে, যেখানে ঢ্যাড়শ, শসা, লাউ, পেঁপে, টমেটো, কাঁচা মরিচ, বেগুন, করলা, পুঁইশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বিট, কচু ইত্যাদি চাষ করতে হবে।

- বাড়িতে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমড়া, কলা, নারকেল, সুপারি, তাল, জাম্বুরা, লেবু, চালতা, জলপাই, সফেদা, বিলম্বি, কামরাঙা ইত্যাদি ফলের গাছ;

  মেহগিনি, সেগুন, শিল কড়ই, রেইনট্রি কড়ই, শিশু, আকাশমণি, ইত্যাদি কাঠ উৎপাদনকারী গাছ; নিম, অর্জুন, আমলকি, বহেরা, তুলশী, পাথরকুচি ইত্যাদি ঔষধি গাছ এবং কিছু ফুলের গাছ থাকতে হবে। এ ছাড়া একটি আদর্শ বাড়িতে বাঁশঝাড় থাকাও বাঞ্ছনীয়।

- ময়লা আবর্জনা, গোবর, রান্নাঘরের বর্জ্য ইত্যাদি ফেলার জন্য বাড়ির এক কোণে একটি গর্ত খুঁড়ে নিতে হবে, যেটিতে এইসব আবর্জনা পচিয়ে জৈবসার তৈরি করতে হবে। সম্ভব হলে কেঁচোসার তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাড়ির সকল সদস্যের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের সংস্থানের জন্য একটি আদর্শ বাড়িতে টিউবওয়েল বা সম্ভব হলে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প থাকা জরুরি। বাড়ির রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-টারকি-কবুতর প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকতে হবে। সম্ভব হলে বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- একটি আদর্শ বাড়িতে ৪/৫ জন পারিবারিক সদস্যের থাকার উপযোগী ঘর থাকতে হবে। এ ছাড়া লেখা-পড়া করার উপযোগী ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরিবারের সবার জন্য নির্মল বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- একটি বড়িকে 'আদর্শ বাড়ি'তে পরিণত করার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। কোনো বাড়ির উঠোন, ঘর-দোর, আসবাব, লেপ-তোশক-কাঁথা-জাজিম-বালিশ-সোফা-চাদর-পর্দা, পরিবারের সদস্যদের পোশাক-আশাক পরিষ্কার-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলে সেই বাড়ি থেকে অসুখ-বিসুখ অনেকটাই দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব। সুতরাং নিজের বাড়িটিকে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে।

- ওপরের শর্তগুলো পূরণ করে একজন এসএমএপি ঋণী সদস্য তার বাড়িটিকে একটি 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলে এটিকে শুধু পরিবারের আশ্রয় হিসেবেই নয়– যথেষ্ট আয়েরও একটি উৎসে পরিণত করতে পারেন। বাড়ির বাড়তি সবজি, ফল, মাছ, দুধ, ডিম, হাঁস-মুরগি-টারকি-কবুতর-গরু-ছাগল বিক্রি করে তিনি নিজে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন, তেমনি দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন।

সিদীপের কুটি, ভরসার বাজার ও নিমসার মডেল শাখায় প্রতিশাখায় ২০টি করে মোট ৬০জন এসএমএপি ঋণী সদস্যের বাড়ি মনোনয়ন করে সেগুলোকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সিদীপের এগ্রিকালচার অফিসার প্রতাপ চন্দ্র রায় এই সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই বাড়িগুলোর গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্তাগণ তাদের বড়িটিকে একটি আদর্শ বাড়িতে পরিণত করে সার্বিকভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

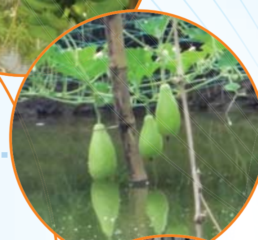

আদর্শ বাড়ি

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

আফরোজা আক্তার

স্বামী– মনিরুজ্জামান (কৃষিকাজ, ব্যবসা)
গ্রাম– দেওয়ানগর, নিমসার মডেল শাখা

আফরোজা আক্তারের বাড়িটিকে যথার্থই একটি আদর্শ বাড়ি বলা যায়। তার গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, উঠোনে সবজি-ফল-কাঠ উৎপাদনী গাছ। দেশি-বিদেশি ফল-ফুল-সবজির গাছ সাজানো-গোছানো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর-উঠোন। দুই পুকুরের মাঝে কাঠের গাছের বিপুল সমারোহ। মাঠে ফসল। সবকিছু মিলে আসলেই একটি আদর্শ বাড়ি আফরোজার...

- আফরোজা আক্তার সিদীপ থেকে সবজি চাষের জন্য এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন ৩০ হাজার টাকা। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৩৬ শতাংশ জমিতে। তার বাড়ির সঙ্গেই দুটি পুকুর আছে। একটি নিজস্ব– ১৫ শতাংশের। এটির পাশেই বেশ বড় একটি পুকুর– ৮২ শতাংশের, যেটি লিজ নিয়ে আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে মাছ চাষ করেন। দুটি পুকুরের মাঝখানে বেশখানিকটা জায়গাজুড়ে তার নিবিড় একটি কাঠের গাছের বাগান।

নিজেদের বাগানের ফল ও সবজি বাগানে আফরোজার স্বামী

আফরোজার বনজ গাছের বাগান

নিজেদের পুকুরের সামনে আফরোজা দম্পতি

আফরোজার লেবু গাছ

- তিনি তার বাড়িতে ৩টি গরু আছে। কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তিনি ৫টি হাঁস এবং ৪০টি মুরগি পোষেণ। কোনো কবুতর পোষেণ না।
- আফরোজা তার নিজস্ব পুকুরে এবং যৌথ পুকুরটিতে পাঙ্গাস, রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, সরপুঁটি, ভেটকি, শিং, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।
- আফরোজা আক্তারের উঠোনে বেশ সমৃদ্ধ একটি সবজি বাগান আছে। এখানে তিনি লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শিম, বেগুন, পুঁইশাক, কাঁচামরিচ, ক্যাসিকাম, করলা, বরবটি, ঢ্যাঁড়শ, আলু, টমেটো, বিলেতি ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে ছোট জাতের কমলা, আম, জাম, কলা, পেঁপে, লিচু, আমড়া, আমলকি, বিলম্বি, জাম্বুরা, শরিফা, লেবু, জলপাই, তেঁতুল, কয়েতবেল, জামরুল, জলপাই, সফেদা, চালতা, পেয়ারা, নারকেল, বড়ই ইত্যাদি। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, একাশি বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, জলডুমুর, কদম, কড়ই ও গামারি। ঔষধি উদ্ভিদ আছে থানকুনি।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- আফরোজা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি, পুকুর এবং কৃষিকাজ থেকে মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

মাহমুদা আক্তার

স্বামী– লিটন মিয়া (ব্যবসা)
গ্রাম– ভূবনঘর, ভিরসার বাজার মডেল শাখা

হঠাৎ আঘাত। প্রচণ্ড। ভেঙে চুরমার আগামীর সমস্ত স্বপ্নসাধ। কিন্তু পারিবারিক সেই চরম বিপর্যয়েও দমে যাননি লড়াকু দম্পতি মাহমুদা ও লিটন। জীবনসংগ্রামে নিংড়ে দিয়েছেন মেধা ও শ্রম। দৃঢ়তার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। ধীরে ধীরে। আজ তাদের পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, মাঠ ভরা ফসল। তাদের বাড়িটি এলাকার আদর্শ বাড়ি। অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

১৬ বছর আগে সংসার জীবন শুরু করেছেলেন মাহমুদা ও লিটন। অর্থাৎ ২০০২ সালে তারা সংসার বেঁধেছিলেন। মাছ এবং মাছের খাবারের ব্যবসাটা বেশ জমিয়ে তুলেছিলেন লিটন। মোটরসাইকেল চালিয়ে ছোটাছুটি করে নিজেই সবদিক সামলাতেন। কিন্তু সেই মোটরসাইকেলই একদিন কাল হলো তার। ২০০৭ সালে ভীষণ এক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেলেন। মুখ থুবড়ে পড়ল গোটা সংসার। সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ ছিলেন তার স্বামী। চারদিক অন্ধকার নেমে এলো মাহমুদার। স্বামীকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে কী করবেন, কীভাবে চালাবেন এতোদিনে সুখের ছোঁয়া লাগা সংসার ভেবে পাচ্ছিলেন না। এ সময় তাকে সাহস জোগালেন তার স্বামী। তাকে নির্ভয় দিয়ে বললেন, 'ভেঙে পড়ো না। আমি আছি তোমার পাশে। আমি তোমাকে মোবাইল ফোনে সব সময় নির্দেশ দিতে থাকব, সে অনুযায়ী তুমি সবকিছু করবে। দেখা যাক এভাবে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারি কিনা।'

তারা পারলেন, এবং বেশ ভালোভাবেই পারলেন। সাহসে বুক বেঁধে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাহমুদা। স্বামী তাকে ঘরে বসে বসে যেভাবে নির্দেশ দিতে থাকলেন তিনি ঠিক সেই সেইভাবে কাজ করে যেতে থাকলেন। এভাবে মোবাইলে স্বামীর নির্দেশমতো তিনি সবজির বাগান করতে থাকলেন, মাছের পুকুরে খাবার দিতে থাকলেন, বাড়িতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় গাছ লাগালেন। কোন জমিতে কাকে দিয়ে কোন ফসলের চাষ করতে হবে এ ব্যাপারে স্বামীর পরামর্শমতো ব্যবস্থা নিতে থাকলেন। কোন পুকুরের মাছ কার মাধ্যমে বিক্রি করতে হবে স্বামীর নির্দেশনামতো ছুটে গেলেন তাদের কাছে। কোন পুকুরে কী কী মাছ ছাড়তে হবে, কী কী খাবার দিতে হবে– স্বামীর কাছে শুনে শুনে সেসব করতে থাকলেন। এভাবে কয়েক বছর দিন-রাত পরিশ্রম করে তিনি সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পারলেন।

এর মধ্যে তার স্বামী ঘরে বসে না থেকে বাজারে একটি কনফেকশনারি দোকান দিয়ে সেই দোকানে বসতে শুরু করলেন। দুই মেয়ে, এক ছেলে ও পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে আবার সুখে দিন কাটাতে থাকলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার এক সর্বনাশা ঝড় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। ভীষণ কঠিন এক পরিস্থিতিতে পড়তে হলো তাকে। আট মাস আগে (সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল ১-১০-২০১৮ সালে) তার স্বামী হঠাৎ একদিন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন। এতো কষ্টে সাজানো সংসারটা আবারো তছনছ হয়ে গেল। সব ফেলে স্বামীকে বাঁচানোর জন্য হাসপাতাল আর ডাক্তারদের দোরে দোরে ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। যে করেই হোক স্বামীকে বাঁচাতে হবে। খাওয়া-দাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে গেল তার। এতাদিনে জমানো সব পুঁজি ভেঙে পানির মতো খরচ করতে থাকলেন স্বামীর জীবন বাঁচাতে। অবশেষে তিনি সক্ষম হলেন। স্বামীকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারলেন। কিন্তু এতোদিনের জমানো সব টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়লেন। এমনকি মাছের খাবার কেনার মতো টাকাও ছিল না হাতে। স্বামীর পরামর্শমতো শেষমেশ তিনি সিদীপের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে গাভীর খাবার কিনলেন, মাছের পোনা কিনিয়ে আনিয়ে পুকুরগুলোয় ছাড়লেন। ধানের চারা আনিয়ে ক্ষেতে লাগালেন।

ধীরে ধীরে আবার তিনি সবকিছু গুছিয়ে আনতে থাকলেন। আগের মতো মোবাইলে স্বামীর নির্দেশ শুনে শুনে সবকিছুর তদারক করতে থাকলেন। দোকান, বাড়ি মিলে ৪/৫জন লোক খাটিয়ে সবদিক সামাল দিতে থাকেন। সুস্থ হয়ে উঠে তার স্বামী আবারো দোকানে যেতে শুরু করেছেন। তিনিও আগের মতো দই তৈরি করে দোকানে পাঠাচ্ছেন। ভবিষ্যতের জন্য তার পরিকল্পনা হচ্ছে স্বামীকে পুরো সুস্থ করে তুলবেন, ক্লাস এইটে পড়া ছেলে এবং ফাইভ ও নার্সারিতে পড়া মেয়েদের অনেক লেখাপড়া করাবেন; আরো অনেক বড় করবেন গাভীর খামার, মাছের চাষ ও ব্যবসা, সবজি চাষ।

মাহমুদা আক্তারের পুকুর

মাহমুদার পুকুরপাড়ে ফলেছে কলা

- মাহমুদা আক্তার কৃষিকাজ ও মাছ চাষেও নিয়োজিত, তবে সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে ‘আদর্শ বাড়ি’ হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- মাহমুদা আক্তারের বাড়িটি ৩০ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত। তার নিজস্ব দুটি পুকুর আছে– প্রতিটি ৬০ শতাংশের। এ ছাড়া বাড়ির পেছনে ২৮০ শতাংশের বিশাল একটি পুকুর লিজ নিয়েছেন মাছ চাষ করার জন্য। এটিকে দিঘিই বলা যায়।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে মোট ৬টি গরু পুষছেন। এর ভেতরে তিনটি গাভী এবং তিনটি বাছুর। তিনটি গরু থেকে

রোজ ১৫ লিটার দুধ পান। তা তিনি দুধ হিসেবে বিক্রি না করে দই তৈরি করে বিক্রি করেন। স্বামীর কনফেকশনারিতে রোজ গড়ে ১০ কেজি দই সরবরাহ করতে পারেন তিনি। এখনো তিনি তার বাড়িতে ছাগল পুষছেন না, তবে ইচ্ছে আছে।

- মাহমুদা তার বাড়িতে কোনো হাঁস পোষেণ না, তবে তার ১০টি মুরগি এবং ১২টি কবুতর আছে।
- বাড়িতেও নানা রকমের সবজি ফলান তিনি– শিম, লাউ, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ধুঁদুল, ঝিঙে, ইত্যাদি।
- মাহমুদার বাড়িতে আম, জাম, কলা, আমড়া, লেবু, কাঁঠাল, জলপাই, কামরাঙা, জাম্বুরা, বিলম্বি, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, কদম ও গামারি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম, ফটিকগিলা ও লজ্জাবতী।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির পেছনদিকে বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি। তবে তার ইচ্ছে আছে বায়োগ্যাস উৎপাদন করার।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- মাহমুদা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, বকুতরের খোপ, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দই, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বেশকিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে এই দম্পতি বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

পুকুরে মাছকে খাবার দিচ্ছেন মাহমুদা

পুকুরের চারপাশ ঘিরে মাহমুদার কলা-পেঁপে ও সবজি চাষ

মাহমুদার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আদর্শ গরুর ঘর

মাহমুদার পুকুরপাড়ে লাউ চাষ

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

মমতাজ বেগম

স্বামী– আবুল হোসেন
গ্রাম– আশরা, জাফরপুর

মমতাজের মুখে তার জীবনসংগ্রামের যে কাহিনি শুনেছিলাম তাতে একজন মহীয়সী নারী গণ্য করে তাকে আমার বারবার কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করছিল।

মমতাজের লড়াকু জীবনসংগ্রামের কাহিনি যে কোনো বিবেকবান মানুষকে মুগ্ধ করে, তাকে অনুপ্রাণিত করে মমতাজের মতোই সমাজে মানবিক সৌরভ ছড়াতে। যারা আমার 'একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তার সফল জীবনসংগ্রাম' বইটি পড়েছেন তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কুমিল্লার দেবীদ্বারের জাফরপুর-আশরা গ্রামের বিস্ময়কর মানবপ্রতিভা মমতাজের কথা! সেবার তার বাড়ি গিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলাম বড় একটি চৌকির ওপর ছোট্ট এক মেয়ে ঘুমিয়ে আছে এবং চৌকিটার চারপাশ ঘিরে খুঁটিতে ব্‌ভখভ ১০টি ছাগল, চৌকির পশ্চিম পাশে হার্ডবোর্ডের পার্টিশনের ও-পাশে বেশ তাগড়া চারটি গরু (যেগুলোকে পার্টিশনে জানালার মতো বড় বড় করে কাটা ফোকর দিয়ে প্রায় পুরোপুরিই দেখা যাচ্ছিল) এবং ঘরটিতে যে ডবল বার্নারে রান্না হচ্ছিল, জেনেছিলাম সেটি জ্বলছে তার নিজের বায়োগ্যাস প্লান্টের গ্যাসে। বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অবাক হওয়ার পালা তখনো শেষ হয়নি। এরপর মমতাজের মুখে তার জীবনসংগ্রামের যে কাহিনি শুনেছিলাম তাতে একজন মহীয়সী নারী গণ্য করে তাকে আমার বারবার কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করছিল।

ছোটবেলা থেকেই তার হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল পোষার প্রতি ছিল প্রবল ঝোঁক। ১৯৮৫ সালে কৈশরে পা রাখতেই মমতাজের বিয়ে হয়ে যায় আবুল হোসেনের সঙ্গে। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন সুখেই

ছিলেন। এরপর বড় মেয়ের জন্মের পর নেমে এলো ভীষণ দুর্দিন। ফেরি করে ফ্যাক্টরির বাতিল সাবান বিক্রে করা স্বামী প্রায়ই তাকে মারধর করতে শুরু করলেন।বাড়িটিকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে আরো লাভজনক বাসস্থান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

এরপর একদিন স্বামী তার মামির ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুললেন। মমতাজের কোলে তখন দুই মেয়ে। বিয়ের পর থেকেই তিনি গরু, ছাগল এবং হাঁস-মুরগি পুষতেন। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তিনি তার একটি গাভী, একটি ষাঁড়, দুটি ছাগল এবং হাঁস-মুরগি বিক্রি করে এই আশরা গ্রামে ছোট্ট এই বাড়িটি কেনেন ছোট একটি টিনের ভাঙাচোরা ঘরসহ। এক জুট মিলে চাকরি নেন স্টাফ কোয়ার্টারের মেইড হিসেবে। বেতন খুবই কম। এক বছর ধরে কিস্তিতে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির দাম পরিশোধ করেন। এ সময় তার স্বামী বেশির ভাগ সময়ই তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে কাটাতেন। দাঁতে দাঁত চেপে মমতাজ তার স্বামীর অবহেলা সহ্য করে যেতেন এবং সন্তানদের ভবিষ্যত সুখের কথা ভেবে দিন-রাত পরিশ্রম করে যেতেন। এই বাড়িটি করার দেড় বছর পর ৪ হাজার ৪ শ টাকায় তিনি একটি গাভী কিনেছিলেন। তখন এক অদ্ভুত উপায়ে তিনি গরুর খাবার জোগাড় করতেন। কৃষকদের ধানক্ষেতের ধান কেটে দিয়ে পারিশ্রমিক হিসেবে সেই ধানের খড়গুলো নিয়ে আসতেন। সেই একটি গাভী থেকে তার আটটি গরু হয়েছিল। সেগুলোর ৪টি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। গরু কেনার এক বছর পর তিনি একটি ছাগি কিনেছিলেন ৪শ ৪০ টাকা দিয়ে। সেই একটি ছাগি থেকে এই কয়েক বছরে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি ছাগল বিক্রি করেছেন। গরু ও ছাগল বিক্রির টাকায় বাড়িতে তিনি আরো দুটি টিনের ঘর তুলেছেন এবং ঘরের মেঝে পাকা করেছেন।

এর পর থেকে অনেকটা বেহায়ার মতোই তার স্বামী ঘন ঘন তার কাছে আসতে শুরু করল। মনের ভেতরে ভীষণ রাগ জমে থাকলেও সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি মানিয়ে নিলেন, স্বামীকে একটি কটু কথাও বলেননি। মোটামুটি একটু গুছিয়ে নেয়ার পর সিদীপ থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ছোট আকারের একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট করেন। চাকরিতেও পদোন্নতি হয় দু বছর পরই। ১৫ শতক ধানি জমি বর্গা নিয়ে ধানচাষ শুরু করেন। জুটমিলে নতুন পদে তিনি নাইট শিফটে ডিউটি করেন। রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত তাকে ডিউটি করেত হয়। কিছুটা ঘুমিয়ে তিনি দিনের বেলা গরু-ছাগলের যত্ন এবং ধানক্ষেতে শ্রম দেন। ৪ ছেলে, ৪ মেয়ের ভেতর দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তার বড় দুই ছেলেকে মিস্ত্রির কাজ শিখিয়েছিলেন। সেই জুট মিলেই তাদের চাকরি হয়ে যায়।

সেই মমতাজ এখন আরো বেশি জমি লিজ নিয়ে ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে সবজি ও ধান চাষ করছেন। সঙ্গে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগিও পুষছেন। চাকরিও করছেন দুই ছেলেকে নিয়ে। কৃষিকাজ করার জন্য তিনি সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন। সিদীপের নিমসার মডেল শাখায় তার বাড়িটিকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে আরো লাভজনক বাসস্থান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

- মমতাজ বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- মমতাজ বেগমের বাড়িটি ৩৯ শতাংশ জমির ওপর।
- তিনি তার বাড়িতে ৪টি গরু এবং ৫টি ছাগল পোষেণ। তিনি তার গরুগুলো থেকে রোজ গড়ে ১০ লিটার করে দুধ পান।
- তিনি বর্তমানে ১০টি হাঁস, ১৩টি মুরগি এবং ৪টি কবুতর পোষেণ।
- তার কোনো পুকুর নেই। অন্যের পুকুর লিজ নিয়েও এখনো মাছ চাষ করছেন না।

মমতাজের মুলোক্ষেতে তার ছেলে

- তিনি তার বাড়িতে এবং বাড়ির সামনের সবজি বাগানে লাউ, বেগুন, মরিচ, ডাঁটা, শিম, মিষ্টি কুমড়া, ফুলকপি, কচু, জালি কুমড়া, মুলা, লালশাক, ধনেপাতা, টমেটো ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- মমতাজের সাধের বাড়িটিতে পেয়ারা, নারকের, সুপারি, হলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে রেইনট্রি কড়ই, গামারি, মেহগিনি ও বেলজিয়াম। ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে তুলসী।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।

মাঠ থেকে ছাগল চরিয়ে বাড়ি ফিরে আসছে মমতাজের ছেলে-মেয়েরা

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি অনেক আগেই সিদীপ থেকে ঋণ নিয়ে নিজের গরুর গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি তার উৎপাদিত এই বায়োগ্যাস দিয়ে রান্নাবাড়া করেন।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ১০ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

মমতাজের বায়োগ্যাস প্রকল্প

- মমতাজ তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।

মমতাজের গরু

- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- তিনি তার বাড়ির গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-সবফজ-ফল এবং বাড়ির সামনের সবজি বাগান থেকে মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

রেবেকা সুলতানা

স্বামী– পিয়াল হাসান রাসেল (প্রবাসী)
গ্রাম– চাঁনগাছা, নিমসার মডেল শাখা

সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।

- রবেকা সুলতানা সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। তার একটি বেশ বড় গাভীর খামার থাকলেও তিনি গাভী পালনের জন্য ঋণ নেননি। নিয়েছেন তার কৃষিকাজে আরো উন্নতি করার জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- রেবেকা সুলতানার বাড়িটি ১২ শতাংশ জমিতে অবস্থিত। এ ছাড়া বাড়ির পেছনে তার একটি পুকুর আছে ১৮ শতাংশের।

রেবেকার স্বাস্থ্যসম্মত গরুর খামার

রেবেকার টারকির খামার

রেবেকার বাড়ির কাঠের গাছ

রেবেকার বাড়ি

- তিনি তার বাড়ির গাভীর খামারে ৩৫টি গরু পুষছেন। এই গাভীর খামার থেকে তিনি রোজ মোট ৯০ লিটার দুধ পান। কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তিনি কোনো হাঁস বা কবুতর পোষেণ না, তবে দেশি মুরগি পোষেণ ২০টি এবং টারকি মুরগি পোষেণ ১০টি।
- রেবেকা সুলতানার ১৮ শতকের পুকুরটি অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। পুরো পুকুর কচুরিপানায় ছেয়ে আছেন। আপাতত তিনি এটিতে কোনো মাছ চাষ করছেন না। তবে একটি আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী তিনি এই পুকুরটি জঞ্জালমুক্ত করে শিগগিরই মাছ চাষ করবেন বলে জানালেন।
- তার বাড়িতে বেশছি ফলের গাছ আছে, যেগুলোর ভেতর রয়েছে আম, বড়ই, পেয়ারা, আতা, নারকেল, কাঁঠাল, জামরুল ইত্যাদি। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে গামারি, মেহগিনি, একাশি বা আকাশমণি, সেগুন, বেলজিয়াম ও শিল কড়ই। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে অর্জুন।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। বৈদ্যুতিক মোটর পাম্পও আছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রেবেকা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি, পুকুর এবং কৃষিকাজ থেকে মাসে গড়ে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

তাসলিমা আক্তার

স্বামী– শামীম মিয়া
গ্রাম– গ্রাম কুটি পশ্চিমপাড়া, কুটি মডেল শাখা

তিনি দিনে ৪৫/৪৬ কেজি দুধ বিক্রি করেন। সবজিও প্রায় রোজই বিত্রি করতে পারেন। সব মিলে খরচ বাদ দিয়ে মাসে তার প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় থাকে।

- তাসলিমা আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপ কর্মকর্তাগণ তার বাড়িটি পরিদর্শন করে 'আদর্শ বাড়ি'র উপযোগী বিবেচনা করে কুটি মডেল শাখার 'আদর্শ বাড়ি'র তালিকাভুক্ত করে সে অনুযায়ী তাকে পরামর্শ দেন। সেই থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।
- তাসলিমা আক্তারের বাড়িটি ১১ শতাংশ জায়গার ওপর এবং তার বাড়ি-লাগোয়া পুকুরটি ৪৫ শতাংশের এবং তার গাভীর খামারের ৬০ শতাংশ জায়গায় রয়েছে বিশাল এক সবজি বাগান।
- তার গাভীর খামারে এখন ২৬টি গাভী (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে আমি যখন তার বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন পর্যন্ত)। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না, তবে ইচ্ছে আছে বলে জানালেন।
- তিনি অনেক হাঁস পোষেণ। তার মোট ১৩৬টি হাঁস রয়েছে। গাভীর খামারের দক্ষিণ পাশের বিশাল পুকুরটি তার হাঁস পোষায় বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখে। তার বাড়িতে মুরগি রয়েছে ২৫টি। তিনি তার হাঁস-মুরগিকে খুব যত্নের সঙ্গে পোষেণ, সঠিক নিয়ম ও মাত্রায় ওষুধ খাওয়ান।
- তিনি তার পঁয়তাল্লিশ শতাংশের পুকুরটিতে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, গ্রাসকার্প, সিলভারকার্প ইত্যাদি মাছের চাষ করেন, তবে পাঙ্গাস বা শোল মাছ পোষেণ না। পুকুরপাড়ে

তাসলিমা আক্তারের গাভীর খামার

তাসলিমার পুকুর

তাসলিমার সবজি বাগান

নিজের বাড়ির সামনে তাসলিমা

তিনি এখনো সবজি কিংবা কলা ও পেঁপে চাষ করছেন না। কিছু কাঠের গাছ লাগিয়েছেন। তবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুকুরের চারপাশের পাড়ে অল্প যে কয়েকটি কাঠের গাছ লাগিয়েছেন সেগুলো রেখে বাকি ফাঁকা জায়গার জঙ্গল সাফ করে সবজি এবং পেঁপে-কলার আবাদ করবেন।

- তাসলিমা-শামীম দম্পতি তাদের ষাট শতাংশের বিশাল সবজি বাগানে এবং বাড়ির আনাচে-কানাচে অনেক রকমের সবজি আবাদ করেন, যেগুলোর ভেতরে রয়েছে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, পালংশাক, লালশাক, ডাঁটা, মুলা, বেগুন, ধনেপাতা ইত্যাদি।
- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে কাঁঠাল, আম, জাম, লিচু, ডালিম, আতা, পেয়ারা, জাম্বুরা, আমড়া ইত্যাদি। কাঠ জাতীয় গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, রেইনট্রি কড়ই ও একাশিয়া বা আকাশমণি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম ও অর্জুন।
- তিনি তার বাড়ির একধারে গর্ত খুঁড়ে সেখানে বাড়ির নোংরা-আবর্জনা ফেলেন এবং সেগুলো পচিয়ে সার করেন। এ সার তিনি বাড়ির উঠোনে সবজি ও ফল গাছে প্রয়োগ করেন। গরুর খামারের পেছনেও বিশাল এক গর্ত খুঁড়ে গোবর পচিয়ে জৈবসার তৈরি করে সবজি বাগানে তা প্রয়োগ করেন। তবে তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- পরিবারের সদস্যদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির নিশ্চয়তার জন্য তার বাড়িতে রয়েছে একটি টিউবওয়েল। তার বাড়িতে রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু এবং হাঁস-মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। গরুর একটি বড় খামার থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনো তার বাড়িতে বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়ির সদস্য ১০ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। বাড়িতে তার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়িতেই তাদের জন্য যথেষ্ট বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। অবসরে তারা বাড়িতে টেলিভিশন দেখতে পারে, দাবা বা কেরমও খেলতে পারে।
- তাসলিমা আগে থেকেই স্বাস্থ্যসচেতন। বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র, পোশাক-আশাক সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। আদর্শ বাড়ি হিসেবে তালিকাভুক্তির পর সিদীপ কর্মকর্তাদের পরামর্শে এ ব্যাপারে এখন তিনি আরো তৎপর। এখন তার সব সময় লক্ষ্য থাকে বাড়িটিকে পরিচ্ছন্ন রেখে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করে বসবাসের উপযোগী করে রাখা।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, সবজি, মাছ ইত্যাদি দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করেন।
- তিনি দিনে ৪৫/৪৬ কেজি দুধ বিক্রি করেন। সবজিও প্রায় রোজই বিত্রি করতে পারেন। সব মিলে খরচ বাদ দিয়ে মাসে তার প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় থাকে।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

রুফিয়া বেগম

স্বামী– ফুলমিয়া (কৃষিকাজ)
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি মডেল শাখা

তার বাড়িতে মোট ৮ জন সদস্য। তাদের সবার থাকার জন্য উপযোগী ঘর এবং পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করার জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। তাদের বিনোদনেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে তার বাড়িতে।

- রুফিয়া বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষিকাজের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- রুফিয়া বেগমের বাড়িটি ৫১ শতাংশ জমির ওপর।
- তার ৩টি গরু আর ছাগল ৪টি।
- রুফিয়া তার বাড়িতে ৩টি হাঁস, ৪টি মুরগি এবং ৮ জোড়া কবুতর পোষেন।
- তার বাড়িতে একটি পুকুর রয়েছে ৬০ শতাংশের। পুকুরটির চারপাশের পাড়ে রয়েছে আম, জাম, আকাশি ও কলাগাছ। তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।

রুফিয়ার পুকুর

রুফিয়ার বাড়িতে সবজি বাগান

গোবর ও আবর্জনা ফেলার গর্তে তৈরি জৈব সার

শিশুদের বিনোদনের জন্য গাছে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা দোলনা এবং ঘরের সিঁড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছে তার ছাগলগুলো

- তিনি তার বাড়ির উঠোনে নানা রকম সবজির আবাদ করেন, যারভেতরে রয়েছে– লাউ, জালি কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া (শুধু ডুগা বিক্রি করেন), শিম, মুলা ইত্যাদি।
- তার বাড়িতে বেশকিছু ফলের গাছ রয়েছে– আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, বিলম্বু, জলপাই, আতা ইত্যাদি।
- তিনি তার বাড়ির ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির এক কোণে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি তার বাড়ির আবর্জনা, পল-মূল-সবজির ফেলে দেয়া অংশ, মাছের আঁশ-কাঁটা-নাড়ি-ভুঁড়ি, মাছধোয়া পানি, মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি জঞ্জাল ফেলে পচিয়ে সার তৈরি করেন। এখনো তিনি তার বাড়িতে কেঁচোসার বা ভার্মি কম্পেস্ট করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার বাড়িতে টয়লেট, বাথরুম, রান্নাঘর এবং গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়িতে এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়িতে মোট ৮ জন সদস্য। তাদের সবার থাকার জন্য উপযোগী ঘর এবং পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করার জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। তাদের বিনোদনেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে তার বাড়িতে।
- তিনি তার বাড়ির প্রতিটি অংশ ঝেড়ে-মুছে, ঝাড়ু দিয়ে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, দুধ ইত্যাদি বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারেন।
- বাড়িতে উৎপাদিত নানা জিনিস বিক্রি করে তিনি মাসে গড়ে অন্তত ১৫ হাজার টাকা লাভ করেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

পুতুল বেগম

স্বামী– তছলিমউদ্দিন (কৃষিকাজ)
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি মডেল শাখা

তিনি তার বাড়িটিকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। তিনি জানেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় দারুণ সহায়ক।

- পুতুল বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- বাড়ি ৩৬ শতাংশ জমির ওপর, বিশাল একটি পুকুর আছে ২৪০ শতাংশের।
- তার গরু আছে ৬টি। রোজ গড়ে ১৫ কেজি দুধ বিক্রি করতে পারেন। ছাগল আছে একটি, কয়েকদিন আগে একটি ছাগল বিক্রি করে দিয়েছেন।
- মুরগি আছে ৫টি, হাঁস রয়েছে ৮টি। তার কোনো কবুতর নেই।
- তিনি তার বিশাল পুকুরের চারপাশের পাড়ে পেঁপে লাগিয়েছিলেন। বেশ ভালো ফলনও পেয়েছিলেন। গাছগুলো বুড়ো হয়ে যাওয়ায় কেটে ফেলেছেন। আবারো পেঁপের চারা লাগাবেন, সঙ্গে কলার চারা লাগানোরও ইচ্ছে রয়েছে। তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, গ্রাসকার্প, সিলভারকার্প, বিগহেড ইত্যাদি মাছ চাষ করেন। বছরে তিনি প্রায় ৫ লাখ টাকার মাছ বিক্রি করতে

পুতুল বেগমের গরুর ঘর

পুতুল বেগমের পুকুর

নিজের শিম গাছের ফুল দেখাচ্ছেন পুতুল বেগম

পারেন। খরচ হয় প্রায় আড়াই লাখ টাকা আর লাভ থাকে প্রায় আড়াই লাখ টাকা।

- তিনি তার বাড়ির উঠোনে নানা রকমের সবজি ফলান– যার ভেতরে রয়েছে শিম, লাউ, ধনেপাতা, লালশাক, মুলা, মরিচ ইত্যাদি।
- তার বাড়ির উঠোনে রয়েছে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমড়া ইত্যাদি ফলের গাছ। কোনো কাঠ ও ঔষধি গাছ নেই। তার ইচ্ছে রয়েছে কাঠ ও ঔষধি গাছ লাগানোর।
- তিনি তার বাড়ির এক কোনায় বেশ বড় একটি গর্ত করে বাড়ির ময়লা আবর্জনা ফেলেন এবং সেগুলো পচে সার হলে কৃষিজমি, বাড়ির সবজি ও ফলগাছের গোড়ায় দেন। তবে কেঁচোসার উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা নেননি এখানো।
- পরিবারের সদস্যদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের সংস্থানের জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার টয়লেট, বাথরুম, রান্নাঘর, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির জন্য আলাদা ঘর আছে। তিনি এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ১৪ জন (৪ ছেলে, ৪ মেয়ে, ১ পুত্রবধূ, নাতি, নাতনি এবং তারা স্বামী-স্ত্রী)। তাদের সবারই থাকার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে। লম্বা একটি ঘরে তিনি পাঁচটি কক্ষ তৈরি করে নিয়েছেন।
- তিনি তার বাড়িটিকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। তিনি জানেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় দারুণ সহায়ক।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ (রোজ গড়ে ১৫ লিটার বিক্রি করেন), মাছ, সবজি, ফল ইত্যাদি দিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারেন।
- বাড়ির সবকিছু থেকে তার আয় বেশ গর্ব করে বলার মতোই। মাসে তিনি তার এই বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় করে থাকেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

বিলকিস আক্তার

স্বামী– আবদুর রহমান (ইলেকট্রিসিয়ান)
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি মডেল শাখা

তিনি তার বাড়ির সীমানায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, শিম, মুলা, ধনেপাতা, লালশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

- বিলকিস আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষিকাজের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- জমির পরিমাণ– বাড়ি ৪০ শতাংশ, পুকুর ১২০ শতাংশ, মোট ১৬০ শতাংশ।
- গরু– বর্তমানে ২টি, কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করেছেন ২টি (একটি ৯০ হাজার টাকায়, একটি ৬০ হাজার টাকায়)। আগামী কোরবানির ঈদের আগে বিক্রির উদ্দেশ্যে আরো ৩টি গরু কিনে মোটাতাজা করবেন (একটি কিনবেন গাভী, বাকি দুটি ষাঁড়)। ছাগল– ২টি।
- মুরগি– ১৪টি, হাঁস–৭টি, কবুতর– এখন নেই; কিছুদিন আগে ৭ হাজার টাকায় ২০টি কবুতর বিক্রি করে দিয়েছেন।

পুকুরপাড়ে কলা চাষ করেছেন বিলকিস

- পুকুর–১২০ শতাংশ পুকুরের চারপাশের পুকুরে অনেক কলার আবাদ করেছেন। পেঁপে করেছিলেন, পেঁপে বিক্রি করে গাছ বুড়িয়ে গেলে কেটে ফেলেছেন। আবার লাগাবেন। তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, সরপুঁটি, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি মাছ চাষ করছেন।
- তিনি তার বাড়ির সীমানায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, শিম, মুলা, ধনেপাতা, লালশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তিনি তার বাড়ির এক কোনায় গর্ত করে বাড়ির সব আবর্জনা তাতে ফেলে সার তৈরি করেন। তবে তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।

বিলকিসের বাড়ির প্রবেশপথ– ঢোকার মুখে বাঁ পাশে গরুকে চালের কুঁড়া খাওয়ানো হচ্ছে, দূরে উঠোনের পশ্চিমপাশে হাঁস ও মুরগির আলাদা ঘর

- নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থান হিসেবে তার একটি টিউবওয়েল রয়েছে। টয়লেট, বাথরুম, রান্না এবং গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-কবুতর রাখার জন্য তার নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির সদস্য ৪ জন। তিনি, তার স্বামী, চার ছেলে, চার মেয়ে, এক পুত্রবধূ, একজন নাতি ও একজন নাতনি। সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। লম্বা ঘরটিতে তিনি পাঁচটি কক্ষ তৈরি করে নিয়েছেন।
- তিনি তার বাড়িটিকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে স্বাস্থ্যসম্মত ও বাসোপযোগী করে রাখেন।

বিলকিসের পুকুরে হাঁসের অবাধ বিচরণ

- তিনি তার বাড়ির জমি ও পুকুরে উৎপাদিত সবজি, ফল, লাকড়ি ও মাছ দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারেও বিক্রি করেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ বাজারে বিক্রি করে গড়ে মাসে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লাভ করে থাকেন বলে জানালেন।

গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে বিলকিস

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

জুলেখা বেগম

স্বামী– মো. জসিমউদ্দিন (কৃষিকাজ)
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি মডেল শাখা

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল বসিয়ে নিয়েছেন। তার বাড়ির পায়খানা, গোসলখানা, রান্নাঘর, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগলের জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে।

- জুলেখা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষিকাজের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- জুলেখা বেগমের বাড়ি ও পুকুর রয়েছে মোট ১২০ শতাংশ জমির ওপর।
- তার গরু দুইটি– একটি গাভী, একটি বাছুর। গাভীটি থেকে তিনি রোজ ৩ লিটার দুধ পান। তার একটি ছাগলও আছে।
- তার হাঁস (দেশি) আছে ৪টি, মুরগি ১০টি, কোনো কবুতর নেই।
- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।
- বাড়ির উঠোনে তর সবজির বাগান রয়েছে, সেখানে তিনি লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, শিম,

পুঁইশাক, লালশাক, মুলা, ধনেপাতা ইত্যাদি চাষ করেন।

- অনেক ফলের গাছ রয়েছে তার বাড়িতে– আম, কাঁঠাল, জাম, পেয়ারা, লিচু, নারকেল, পেঁপে, কলা ইত্যাদি। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, কড়ই ও একাশি। কোনো ঔষধি গাছ নেই।

জুলেখা বেগমের পুকুর

- তিনি তার বাড়ির এক কোণায় বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে গোবর এবং বাড়ির সব জঞ্জাল ফেলেন। এগুলো পচিয়ে তিনি সার তৈরি করেন। তবে তিনি কেঁচোসার উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

জুলেখার ঘরে পড়ার টেবিল

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল বসিয়ে নিয়েছেন। তার বাড়ির পায়খানা, গোসলখানা, রান্নাঘর, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগলের জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়িতে বায়োগ্যাস উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়ির লোকসংখ্যা মোট ছয়জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া করার জন্য উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। তাদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে তার বাড়িতে।
- তিনি তার বাড়ি-ঘর-উঠোন, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগলের ঘর, পুকুর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের উপযোগী করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, সবজি, ফল, মাছ, লাকড়ি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারেও বিক্রি করছেন।
- বাড়ি থেকে তার মাসিক আয় প্রায় ২০ হাজার টাকা।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

মোসাম্মৎ সুমনা আক্তার

স্বামী– মো. আবু কালাম
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি মডেল শাখা

তার বাড়িতে ৮জন লোক এবং তাদের সবার থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য সুন্দর পরিবেশ এবং তাদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন রয়েছে

- সুমনা আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- সুমনার বাড়িটি ৫ গণ্ডা, অর্থাৎ ৩০ শতাংশ জায়গার ওপর অবস্থিত।
- তার দুইটি গরু আছে, কিন্তু কোনো ছাগল নেই।
- মুরগি আছে ১৫টি। তার কোনো হাঁস কিংবা কবুতর নেই।
- সুমনার কোনো পুকুর নেই।
- বাড়িতে এখনো তিনি কোনো সবজি চাষ করছেন না।

সুমনা আক্তারের বাড়ির উঠোন

সুমনা আক্তারের স্বাস্থ্যসম্মত গোসলখানা

শিশুর পড়ার টেবিল

- অনেক ফলের গাছ রয়েছে তার বাড়িতে– আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, মাল্টা, নারকেল, আমড়া, চালতা, জলপাই, বড়ই। কাঠের গাছ রয়েছে কেবল আকাশি।
- তিনি তার বাড়ির এক কোণে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন, যেখানে তিনি গরুর গোবর এবং বাড়ির ময়লা-আবর্জনা পেলেন। এগুলো পচিয়ে তিনি সার তৈরি করেন।
- তার বাড়িতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের জন্য একটি টিউবওয়েল রয়েছে। টয়লেট, বাথরুম, রান্নাঘর, গরু ও মুরগির জন্য তার আলাদা আলাদা ঘর রয়েছে। তিনি বায়োগ্যাস উৎপাদন করেন না।
- তার বাড়িতে ৮জন লোক এবং তাদের সবার থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য সুন্দর পরিবেশ এবং তাদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন রয়েছে।
- বাড়ির ঘর, উঠোন, হাঁস-মুরগি-কবুতর-ছাগল-গরুর ঘর, টয়লেট-বাথরুম এবং রান্নাঘর তিনি বরাবরই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। নিয়মিত ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখেন পরিবারের সব সদস্যের জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, বালিশ-কতাংশনের কভার। পরে যখন এসএমএপি'র একজন ঋণী সদস্য হিসেবে তার বাড়িটিকে সিদীপের পক্ষ থেকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াধীন করা হয় এবং তাকে এ ব্যাপারে সচেতন করা হয় তার পর থেকে তিনি এ ব্যাপারে আরো বেশি তৎপর।
- তিনি তার বাড়ি থেকে এখনো কোনোকিছু উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে পারছেন না, বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে যা বাজারে বিক্রি করা যায়।
- বাড়িটিকে এখনো তিনি লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেননি; তবে আশা করছেন তার বাড়িটিকে একটি 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে যেসব পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারলে অচিরেই তিনি তার বাড়ি থেকে লাভের মুখ দেখবেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

তৈয়বা বেগম

স্বামী– আবদুল আউয়াল
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি

অনেক ফল গাছ দেখলাম তার বাড়িতে, যার ভেতরে ছিল আম, কাঁঠাল, লিচু, জলপাই, আমড়া, জাম্বুরা, কলা, নারকেল, বিলম্বি, পেয়ারা, মাল্টা, আঙ্গুর ও কমলা। তার বাড়িতে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে গামারি, আকাশমণি (এই এলাকায় এটি একাশি কাঠ বলে পরিচিত), বেলজিয়াম ইউক্যালিপ্টাস, মেহগিনি, কদম, কড়ই ইত্যাদি। ঔষধি গাছের ভেতর রয়েছে নিম। দুটি বাঁশঝাড়ও আছে তার বাড়িতে

- তৈয়বা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষিকাজের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে ‘আদর্শ বাড়ি’ হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- মোট ৬৬ শতাংশ জায়গার ওপর তার বাড়ি এবং বাড়ি লাগোয়া পুকুরটি (বাড়ি ৩৩ শতকে এবং পুকুর ৩৩ শতকে)।
- তিনি দুটি গরু পুষছেন, তবে তার কোনো ছাগল নেই। তিনি গরু পোষেণ মূলত কোরবানির ঈদের বাজারকে লক্ষ্য করে।
- বাড়িতে এখন তিনি ১০টি মুরগি পোষেণ, কিন্তু তার কোনো হাঁস ও কবুতর নেই।

তৈয়বার গরু রাখার ঘর

গর্তে গোবর-আবর্জনা জমিয়ে তৈরি জৈবসার

তৈয়বার পুকুর

পড়ার টেবিলে পাঠরত তৈয়বার ছেলে

- তিনি তার বাড়ির পেছনদিকের পুকুরে বেশ কয়েক প্রজাতির মাছ চাষ করেন, যেগুলোর ভেতরে

  রয়েছে– রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি।
- বাড়ির উঠোনের চারপাশের খালি জায়গায়, রান্নাঘর-গরুর ঘরের পাশে তিনি নানা রকম সবজি চাষ করেন। আমি যখন তার বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম তখন তার উঠোনে লাউ, শিম, শসা, চালকুমড়া, পেঁপে ইত্যাদি সবজির গাছ দেখে এসেছি।
- অনেক ফল গাছ দেখলাম তার বাড়িতে, যার ভেতরে ছিল আম, কাঁঠাল, লিচু, জলপাই, আমড়া, জাম্বুরা, কলা, নারকেল, বিলম্বি, পেয়ারা, মাল্টা, আঙ্গুর ও কমলা। তার বাড়িতে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে গামারি, আকাশমণি (এই এলাকায় এটি একাশি কাঠ বলে পরিচিত), বেলজিয়াম ইউক্যালিপ্টাস, মেহগিনি, কদম, কড়ই ইত্যাদি। ঔষধি গাছের ভেতর রয়েছে নিম। দুটি বাঁশঝাড়ও আছে তার বাড়িতে।
- তিনি তার বাড়ির এক ধারে বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গরুর গোবর, ঘর-উঠোন ঝাড়ু দেয়া জঞ্জাল, রান্নাঘরের আবর্জনা ফেলেন এবং এগুলো পচে সার হলে তিনি তা তার সবজি বাগান এবং ফল গাছগুলোতে প্রয়োগ করেন।
- স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার বাড়ির পায়খানা, গোসলখানা, রান্নাঘর, মুরগি ও গরুর জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তবে তিনি এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়িতে মোট ১২জন সদস্য। তাদের সবার থাকার জন্য তার বাড়িতে যথেষ্ট উপযোগী ঘর আছে। তার বাড়ির ছোটদের পড়াশোনার জন্য উপযোগী পরিবেশ আছে। তাদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে বাড়িতে।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপন্ন সবজি, ফল-মূল, মাছ দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু কিছু বিক্রিও করতে পারেন। তা থেকে মাসে তার ৫/৭ হাজার টাকা আয় হয়।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

আবদুল জলিল

পিতা : মো. মঞ্জু মিয়া
গ্রাম– রানীগাছ, কুটি মডেল শাখা

তিনি এবং তার স্ত্রী বাড়ির অন্যসব কাজের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। বাড়িঘর নিয়মিত পরিষ্কার রাখেন, ধুয়ে সাফ করে রাখেন সবার পোশাক-আশাক, বিছানার চাদর, বালিশের কভার ইত্যাদি

- রানীগাছ গ্রামের আবদুল জলিল সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালন করবেন বলে। অনেক মূল্যে উন্নত জাতের তিনটি গাভী কিনে পুষতেও শুরু করেছিলেন ঋণ নেয়ার আগে থেকেই। ভেবেছিলেন ঋণ নিয়ে গাভীর খামারটি আরো বড় করবেন। কিন্তু বিধি বাম। কয়েকদিন আগে তার সেই তিনটি গাভীই চুরি হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি তার জন্য একটি বড় আঘাত। কিন্তু তিনি এতে একেবারে দমে যাননি। ঠিক করেছেন আবারো গাভী কিনবেন। জলিল তার বাড়িতে কোনো ছাগল পোষেণ না। বাজারে তার একটি দোকান রয়েছে।
- তিনি গাভী পালনের জন্য ঋণ নিলেও সিদীপের পরামর্শমতো নিজের বাড়িটিকে একটি 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলতে চান। একটি বাড়িতে যা যা থাকা উচিত, পরিবারের সব সদস্যের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে যে উদ্যোগ নেয়া দরকার সেইসব উদ্যোগের পাশাপাশি তিনি তার বাড়িটিকে উৎপাদনমুখী করে তুলতে চান। তিনি মনে করেন, সঠিক পরিকল্পনামতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে পারলে একটি বাড়িকে যথেষ্ট লাভজনক করে তোলা সম্ভব।

বাড়ির হাঁসগুলোর সামনে আবদুল জলিলের স্ত্রী

আবদুল জলিলের সবজি বাগান

আবদুল জলিলের পুকুর

বাড়ির নিরিবিলি পরিবেশে পাঠরত আবদুল জলিলের মেয়ে

- দুইটি পুকুরসহ তার বাড়িটি মোট ৯৬ শতাংশ জায়গায় অবস্থিত।
- তার হাঁস রয়েছে ৮টি, মুরগি ১৮টি, আপাতত কোনো কবুতর নেই।
- আবদুল জলিলের পুকুর দুটির একটি ৪৮ শতাংশ এবং অন্যটি ২৪ শতাংশের। তিনি এতে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কই, পুঁটি ইত্যাদি মাছ চাষ করেন। তিনি তার পুকুর দুটির চার পাড়ে লাউ, জালি কুমড়া, পাটশাক, মেছতা ইত্যাদি চাষ করেন। এখনো কলা ও পেঁপের চারা লাগাননি, তবে এ দুটির আবাদ করারও ইচ্ছে রয়েছে বলে জানালেন।
- বাড়ির উঠোনের চাষোপযোগী জায়গায় তিনি নানা রকমের সবজি চাষ করেন। আমি যখন তার বাড়িটি দেখতে গিয়েছিলাম তখন তার উঠোনে লাউ, জালি কুমড়া, শিম, বেগুন, কাকরোল এবং সজনে গাছ দেখে এসেছি।
- বেশকিছু ফলের গাছ আছে তার বাড়িতে, যেগুলোর ভেতরে রয়েছে– আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বিলম্বি, লিচু, জামরুল, আতাফল, সরুফা, জাম্বুরা, জাম, লটকন, এমনকি আপেলের গাছও লাগিয়েছেন। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে কড়ই, আকাশমণি, মেহগিনি এবং ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম ও আমলকি।
- তার বাড়ির একপাশে তিনি বড় একটি গর্ত খুঁড়েছেন, যেখানে তিনি বাড়ির নোংরা আবর্জনা, গোবর ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈবসার তৈরি করেন। তবে তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- তার বাড়িতে মোট ১১ জন সদস্য। তাদের প্রত্যেকের থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। ছেলে-মেয়ের পড়ার জন্যও রয়েছে উপযোগী পরিবেশ এবং বাড়িতেই তাদের জন্য বিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে।
- তিনি এবং তার স্ত্রী বাড়ির অন্যসব কাজের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। বাড়িঘর নিয়মিত পরিষ্কার রাখেন, ধুয়ে সাফ করে রাখেন সবার পোশাক-আশাক, বিছানার চাদর, বালিশের কভার ইত্যাদি।
- তিনি তার বাড়ির সবজি, ফলমূল, মাছ কিছু কিছু বিক্রি করছেন, তবে পরিমাণটা অনেক বেড়ে যাবে গাভী পালন শুরু করলে।
- বর্তমানে তিনি বাড়ি থেকে মাসে ৮/৯ হাজার টাকা আয় করে থাকেন।

নূর নাহার বেগম

স্বামী : মোখলেসুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক)
গ্রাম– বিষ্ণুপুর, কুটি মডেল শাখা

রোজ তিনি ৩ কেজি দুধ বিক্রি করেন। এ ছাড়া কিছু সবজি ও ফল বিক্রি করেন এবং কয়েক মাস পরপর মাছ বিক্রি করেন। এ থেকে মাসে তার গড়ে ১২ হাজার টাকা আয় হয়

- নূর নাহার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য মকলেসুর রহমান খুব পরিশ্রমী। তিনি নিজেও সংসারের পেছনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। সিদীপ থেকে তার বাড়িটিকে কুটি শাখার একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর তিনি এবং তার স্বামী এ ব্যাপারে আগ্রহী ও যত্নবান হয়ে উঠেছেন। চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজেদের বাসস্থানকে যথার্থই একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলতে।
- তাদের বাড়িটি ৩০ শতাংশ জমির ওপর। বাড়ির পেছনে একটি পুকুর। পুকুরের উত্তরপাশে বিশাল কৃষিজমি। তার ওপাশে সবজি বাগান। তাদের পুকুর মোট তিনটি, একটি ৭৫ শতাংশের, একটি ৬০ শতাংশের এবং বাকিটি ১৫ শতাংশের।
- নূর নাহার তার বাড়িতে ১০টি হাঁস এবং ২৫টি মুরগি পুষছেন। আপাতত তিনি কোনো কবুতর পুষছেন না।
- তারা তাদের তিনটি পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি মাছ চাষ করেন। তিনি তার একটি পুকুরের চারপাশের পাড়ে পেঁপে, কলা, লাউ ও শিমের আবাদ

নূর নাহারের বিশাল পুকুর

দূরে সবজি বাগান, ডানে-বাঁয়ে নিজেদের ধানক্ষেত, ক্ষেতের আইলে দাঁড়ানো নূর নাহারের স্বামী মকলেসুর রহমান

নূর নাহার বেগমের বাড়ির সামনে গরু ও হাঁস-মুরগি

নূর নাহার বেগমের বাড়ির গাছ-গাছালি

করছেন। বাড়ির পেছনের পুকুরটির চারপাশে রয়েছে আম, নারকেল, পেঁপে গাছ এবং বাঁশঝাড়। আমি যেদিন তাদের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন নূর নাহার বাড়িতে ছিলেন না। তার স্বামী তকলেসুর রহমান জানালেন, সিদীপ থেকে আদর্শ বাড়ি গড়ে তোলার পরামর্শ পাওয়ার পর ঠিক করেছেন তারা তাদের তিনটি পুকুরের পাড়েই সবজি, কলা ও পেঁপের চাষ করবেন।

- নূর নাহার তার বাড়ির উঠোনে এবং সবজি ক্ষেতে লাউ, লালশাক, পুঁইশাক, বেগুন, কচু, শিম ইত্যাদি সবজির আবাদ করছেন।
- তার বাড়িতে অনেক ফলের গাছ রয়েছে– আম, জাম, জাম্বুরা, কলা, কাঁঠাল, নারকেল, লিচু, জামরুল, সফেদা, পেয়ারা, কামরাঙা, বিলম্বি, পেঁপে, লেবু ইত্যাদি কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, আকাশমণি বা একাশিয়া ও বেলজিয়াম। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে অর্জুন ও নিম।
- তিনি তার বাড়ির একপাশে বেশ বড় একটি গর্ত করে তাতে বাড়ির আবর্জনা, গরুর গোবর ইত্যাদি ফেলে সেগুলো পচিয়ে জৈব সার তৈরি করে বাড়ির ও মাঠের সবজি ক্ষেতে, ফল-কাঠ-ঔষধি গাছের গোড়ায় এবং মাঠের শস্যক্ষেতে প্রয়োগ করেন।
- বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সরবরাহের জন্য তার একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার বাড়িতে রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, হাঁস-মুরগি-গরুর জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। রান্নাবান্নার জন্য তারা এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন না।
- তাদের বাড়িতে ৫ জন সদস্য। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তাদের সন্তানদের পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে বাড়িতে। সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- তিনি তার বাড়িকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত রেখে বসবাসের উপযোগী করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত গরুর দুধ, মাছ, সবজি, ফল-মূল ও লাকড়ি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু বিক্রি করতে পারেন।
- রোজ তিনি ৩ কেজি দুধ বিক্রি করেন। এ ছাড়া কিছু সবজি ও ফল বিক্রি করেন এবং কয়েক মাস পরপর মাছ বিক্রি করেন। এ থেকে মাসে তার গড়ে ১২ হাজার টাকা আয় হয়।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

ফাতেমা বেগম

স্বামী : তারা মিয়া
গ্রাম– বিষ্ণুপুর, কুটি মডেল শাখা

ফাতেমা তার বাড়ির উঠোনের আনাচ-কানাচের ফাঁকা জায়গায়, ঘরের কোনায় কোনায় লাউ, জালি কুমড়া, শিম, পুঁইশাক, লালশাক, বরবটি,ঢ্যাড়শ, ধুঁদুল, ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- ফাতেমা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। সিদীপ কর্মকর্তারা তার বাড়িটিকে কুটি শাখার একটি 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে মনোনয়ন করার পর নিজের বাড়িটিকে সে অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন।
- ফাতেমা বেগমের বাড়ি এবং বাড়ির সামনের বেশ বড় একটি পুকুর (যৌথ মাছ চাষের) এবং বাড়ির পেছনে ছোট একটি পুকুর নিয়ে ৫০ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত।
- তার বাড়িতে ৪টি গরু, তবে তিনি এখনো কোনো ছাগল পুষছেন না। ইচ্ছে আছে আগামীতে ছাগল পুষবেন।
- তার হাঁস-মুরগি-কবুতরের খামার বেশ সমৃদ্ধ। তার মোট হাঁস রয়েছে ৩১টি, মুরগি ১২টি এবং কবুতর ১৩টি।
- তিনি তার পুকুরে তেলাপিয়া, কই, ভেটকি এবং গ্রাসকার্প মাছ চাষ করেন। তার পুকুরের পাড় ঘিরে রয়েছে বেশকিছু কাঠের গাছ, তবে বেশির ভাগ জায়গাই জঙ্গলে ছাওয়া। এখনো সেখানে

কলা, পেঁপে বা সবজি চাষ করছেন না। জানালেন, খুব শিগগিরই করবেন।

ফাতেমার গরু

- ফাতেমা তার বাড়ির উঠোনের আনাচ-কানাচের ফাঁকা জায়গায়, ঘরের কোনায় কোনায় লাউ, জালি কুমড়া, শিম, পুঁইশাক, লালশাক, বরবটি,ঢ্যাঁড়শ, ধুঁদুল, ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে বেশ কয়েক রকমের ফলের গাছ আছে, যেমন– বড়ই, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, পেঁপে, নারকেল, লেবু ইত্যাদি। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, কড়ই, আকাশমণি বা একাশিয়া প্রভৃতি।

ফাতেমা বেগমের বাড়িতে লাউগাছের গোড়ায় পোষা হাঁস মুরুগি

- তিনি এখনো গোবর, ময়লা-জঞ্জাল ফেলার জন্য বাড়িতে কোনো গর্ত করেননি; বাড়ির পেছনে খোলা জায়গায় ফেলেন। তবে তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন, সিদীপের কর্মকর্তারা একটি ‘আদর্শ বাড়ি’ গড়ে তোলার জন্য যেসব শর্ত দিয়েছেন সেসব পূরণ করবেন এবং সে অনুযায়ী অবশ্যই বাড়ির এক পাশে একটি গর্ত করবেন।
- পরিবারের সবার স্বাস্থ্যকর নিরাপদ পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার বাড়ির রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-কবুতরের জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর আছে। বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য তিনি এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।

ফাতেমা বেগমের বাড়িতে লাউগাছের গোড়ায় পোষা কবুতর

- তার বাড়ির মোট সদস্য ৭ জন। তাদের সবার থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। কিন্তু তার সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য তেমন উপযোগী পরিবেশ নেই। তাদের বিনোদনের জন্য অবশ্য কিছুটা ব্যবস্থা আছে।
- তিনি তার ঘর-বাড়ি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা করেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, মাছ ও দুধ দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে তার কিছু কিছু বাজারে বিক্রি করতে পারেন।
- বাড়ি থেকে মাসে তার গড়ে হাজার সাতেক টাকা আয় হয়।

এই যৌথ পুকুরটিতে মাছ চাষ করেন ফাতেমা

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

রোকেয়া বেগম

স্বামী : ফারুক সরকার (কুয়েত প্রবাসী)
গ্রাম– ষাইটশালা, কুটি মডেল শাখা

তার বাড়ির উঠোনের পশ্চিমপাশে বিশাল একটি সবজি বাগান রয়েছে। এখানে তিনি শিম, লাউ, জালি কুমড়া, মুলা, পালংশাক, লালশাক, ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

- রোকেয়া বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- পুকুরসহ তার বাড়িটি মোট ১৫০ শতাংশ জমির ওপরে।
- তার বাড়িতে গরু রয়েছে ৪টি। আরো গাভী কিনবেন। তিনি তার বাড়িতে কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তিনি ৪টি হাঁস, ১০টি মুরগি এবং ৪ জোড়া কবুতর পোষেণ। আরো ২৫ জোড়া কিনবেন।
- তার পুকুরপাড় ঝোপ-জঙ্গলে ছাওয়া। দু-একটি কলাগাছ আছে শুধু। এই পুকুরে তিনি রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও শোল মাছ চাষ করেন।

রোকেয়া বেগমের বাড়ির উঠোনের সামনে সবজি বাগান

রোকেয়া বেগমের পুকুর

- তার বাড়ির উঠোনের পশ্চিমপাশে বিশাল একটি সবজি বাগান রয়েছে। এখানে তিনি শিম, লাউ, জালি কুমড়া, মুলা, পালংশাক, লালশাক, ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

- রোকেয়া বেগমের ছাদের টবে এবং উঠোনে বেশ কয়েক রকমের ফল গাছ আছে– বড়ই, মাল্টা, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, চালতা, জলপাই, আমড়া, কলা, জামরুল, বিলম্বি, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি। বেশকিছু ফুলের গাছও আছে তার বাড়িতে। তার বাড়িতে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে একাশিয়া বা আকাশমণি ও কড়ই। একমাত্র ঔষধি গাছটি অর্জুন।

- তিনি তার বাড়ির একপাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে বাড়ির যাতীয় জঞ্জাল এবং গোবর ফেলে সার তৈরি করেন।

- বাড়ির সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার বাড়িতে রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু-হাঁস-মুরগি-কবুতর রাখার জন্য নির্দিষ্ট ঘর আছে। রান্নাবান্নার জন্য তিনি এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

- রোকেয়ার বাড়িতে মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবার জন্য থাকার উপযোগী নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে, রয়েছে বাড়ির সবার জন্য নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থাও।

- তিনি জানেন, বাড়ির সার্বিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলে রোগ-বালাই অনেকাংশেই দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব; ব্যাপারটিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তিনি তার ঘর-বাড়ি-উঠোন-বাগান-পুকুর-ছাদ, গরু-হাঁস-মুরগি-কবুতরের ঘর, দরজা-জানালার পর্দা, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, বাড়ির সবার জামা-কাপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন।

- তিনি চাইলেই তার পুকুরের মাছ, সবজি বাড়ানের সবজি, গাছের ফল পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারেন, কিন্তু পরিবারের আর্থিক চাহিদা তেমন না থাকায় করেন না। বাড়তি সবকিছু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে বিলিয়ে দেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

জেসমিন আক্তার

স্বামী– আবদুর রহমান (ইলেকট্রিসিয়ান)
গ্রাম– বাড়ানী, কুটি মডেল শাখা

তিনি তার বাড়ির পেছন দিকে একটি বড় গর্ত খুঁড়ে তাতে বাড়ির যাবতীয় জঞ্জাল, গরুর গোবর ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে সার তৈরি করেন এবং নিজের সবজি ও ফল-কাঠ-ঔষধি গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করেন। তবে তিনি কেঁচোসার তৈরি করেন না।

- সিদীপ থেকে জেসমিন আক্তার এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- জেসমিন আক্তারের বাড়িটি ১২ শতাংশ জায়গার ওপরে। বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে তাদের একটি শরিকি পুকুর আছে ৬০ শতাংশের।
- তার কোনো ছাগল নেই, গরু আছে ২টি।
- জেসমিনের বাড়িতে হাঁস আছে ১৪টি, মুরগি ১৫টি এবং কবুতর ১৭টি।
- জেসমিনদের শরিকি পুকুরটিতে রুই, কাতল, মৃগেল, বাটা ইত্যাদি মাছ চাষ করা হয়।
- একটি আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী জেসমিন তার বাড়িতে সবজির আবাদ করেন। তার বাড়ির

জেসমিন আক্তারের শরিকি পুকুর

জেসমিন আক্তারের বাড়ির উঠোনে পেঁপেগাছ, ঘরের চালের সাথে কবুতরের খোপ

সবজির বাগানে আমি করলা, জালি, পুঁই, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বরবটি, শিম, কাকরোল ইত্যাদি গাছ দেখতে পেলাম।

- তার বাড়িতে অনেক ধরনের ফলের গাছ দেখতে পেলাম, এগুলো হচ্ছে– কামরাঙা, মাল্টা, লিচু, জাম্বুরা, আমড়া, আম, জাম, পেঁপে, নারকেল, তাল, আতা ও বড়ই। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে– মেহগিনি, একাশিয়া বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, কদম ও কড়ই। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে অর্জুন।
- তিনি তার বাড়ির পেছন দিকে একটি বড় গর্ত খুঁড়ে তাতে বাড়ির যাবতীয় জঞ্জাল, গরুর গোবর ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে সার তৈরি করেন এবং নিজের সবজি ও ফল-কাঠ-ঔষধি গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করেন। তবে তিনি কেঁচোসার তৈরি করেন না।
- বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পানির জন্য তার একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার বাড়িতে রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-মুরগি-হাঁস-কবুতরের জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর আছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়িতে মোট ৭জন সদস্য। তাদের সবার থাকার জন্য উপযোগী ঘর রয়েছে। লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনের জন্য একটি টেলিভিশন রয়েছে জেসমিনের বাড়িতে।
- তিনি তার বাড়ি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বসবাসের উপযোগী স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে যা যা উৎপাদন করেন তা দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে সামান্য কিছু পরিমাণে বাজরে বিক্রি করছেন।
- বাড়ি থেকে মাসে তার গড়ে পাঁচ হাজার টাকা লাভ থাকে।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

বিলকিস আক্তার

স্বামী– স্বামী তোফাজ্জল করিম (মাদ্রাসা শিক্ষক)
গ্রাম– কান্দুঘর, কুটি মডেল শাখা

তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, পেয়ারা, জাম্বুরা, খেজুর, পেঁপে ও বিলম্বি। মেহগিনি, কদম, রেইনট্রি কড়ই, বেলজিয়াম ইত্যাদি

- বিলকিস আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। তার বাড়িটি একটি 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর থেকে তিনি এর শর্তগুলো পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।
- তার বাড়িটি সাড়ে ১৭ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া বাড়ির পেছনে ৬০ শতাংশের একটি যৌথ পুকুর রয়েছে তার, অবশ্য স্বামী বাড়িতে না থাকায় তিনি ঠিক বলতে পারলেন না সে পুকুরের কতটুকু অংশের মালিক তিনি।
- তার গরু রয়েছে ২টি, কোনো ছাগল নেই।
- তিনি হাঁস পুষছেন ৬টি, মুরগি ১৫টি, কোনো কবুতর নেই তার।
- তারা তাদের যৌথ পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, গ্রাস কার্প ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।
- তিনি তার বাড়িতে শিম, করলা, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

উঠোনের একপাশে সবজি চাষ

গরুর যত্ন নিচ্ছেন বিলকিস আক্তার

- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, পেয়ারা, জাম্বুরা, খেজুর, পেঁপে ও বিলম্বি। মেহগিনি, কদম, রেইনট্রি কড়ই, বেলজিয়াম ইত্যাদি কাঠের গাছ থাকলেও কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি তার বাড়ির পেছনদিকে একটি গর্তে তার বাড়ির ময়লা আবর্জনা এবং গরুর গোবর ফেলে তা পচিয়ে জৈবসার উৎপাদন করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- তার বাড়িতে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত পানির উৎস হিসেবে একটি টিউবওয়েল আছে। রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু, হাঁস ও মুরড়ির জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়িতে বায়োগ্যাস উৎপাদন করেন না।
- তার বাড়িতে মোট ৫ জন সদস্য। তাদের সবার থাকার উপযোগী ঘর আছে। বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ আছে। বিনোদনেরও ব্যবস্থা আছে।
- তিনি তার বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত রেখে সব সময় বসবাসের উপযোগী করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত কোনোকিছুই এখন আর পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারেন না। আগে দুধ বিক্রি করতে পারতেন।
- তিনি তার বাড়িটিকে এখনো লাভজনক করে তুলতে পারেননি।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

স্বপ্না

স্বামী– ফারুক মিয়া (মাছের আড়তদার, মাছের ব্যবসায়ী, মাছচাষী)

গ্রাম– কুটি উত্তরপাড়া, কুটি মডেল শাখা

তারা তাদের পুকুরগুলোতে পাঙ্গাস, রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড, টাকি, শিং, মাগুর, টেংরা, পাবদা ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।

- স্বপ্না সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। এরপর সিদীপের কুটি মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি সাড়ে সতেরো শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত। তার বাড়িটি নানা ধরনের গাছ-গাছালিতে বেশ সাজানো গোছানো।
- তার বাড়িতে ৫টি গরু, কোনো ছাগল নেই।
- তার মুরগি রয়েছে ২০টি, কোনো হাঁস নেই, তবে কবুতর আছে ১৯ জোড়া, অর্থাৎ ৩৮টি।
- তার বাড়ি লাগোয়া কোনো পুকুর নেই ঠিকই, তবে তার স্বামী একজন মাছচাষি ও মাছ ব্যবসায়ী, তাই অন্যের কাছ থেকে লিজ নেয়া এবং নিজের পুকুর মিলিয়ে তাদের মোট ১০টি পুকুর। তারা

স্বপ্নার আদর্শ বাড়ি

স্বপ্নার লাউগাছ, ইনসেটে তেজপাতা গাছ

স্বপ্নার একটি পুকুর

নিজেদের ঘরে স্বপ্নার পাঠরত ছেলে

তাদের পুকুরগুলোতে পাঙ্গাস, রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড, টাকি, শিং, মাগুর, টেংরা, পাবদা ইত্যাদি মাছ চাষ করেন। তাদের কয়েকটি পুকুরের চারপাশের পাড়ে রয়েছে বাঁশঝাড় এবং তাল, নারকেল, আম ইত্যাদি বড় বড় সব গাছ। আর কয়েকটা পুকুরের পারে তারা কলা ও পেঁপে চাষ করছেন।

- স্বপ্নার বাড়ির উঠোন এবং উঠোনের চারপাশ ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অনেক গাছ। এর ভেতরে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে পেয়ারা, আম, জাম, কাঁঠাল, বড়ই, জলপাই, লিচু, কামরাঙা, লটকন, লেবু, খেজুর, পেঁপে, চালতা, অরবড়ই বা রয়াল ও বিলম্বি। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে একাশিয়া বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম এবং ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম।
- তিনি তার বাড়ির পেছনের দিকে বড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে বাড়ির যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা এবং গরুর গোবর ফেলে তা পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন।
- বাড়ির সবার স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পানীয় জলের জন্য তাদের বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। স্বপ্নার বাড়িতে রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু-মুরগি ও কবুতরের জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। অবশ্য রান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়ির সদস্যসংখ্যা মোট ৫ জন। তাদের সবার থাকার জন্য উপযোগী ঘর রয়েছে বাড়িতে। বাড়িটিতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- বাড়িটিকে স্বাস্থ্যসম্মত বসবাস-উপযোগী করে রাখতে তিনি তার ঘর-বাড়ি, জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, লেপ-কাঁথা-বালিশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করেন।
- বাড়ি থেকে তার মাসে গড়ে অন্তত ২০ হাজার টাকা লাভ হয়।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

ফেরদৌসী বেগম

স্বামী– করম আলি
গ্রাম– শরতনগর, কুটি মডেল শাখা

তিনি তার বাড়ির উঠোনে বেশ কয়েক রকমের সবজি আবাদ করেন, যা ভেতরে রয়েছে লাউ, পুঁইশাক, শিম, ধুঁদুল ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

- ফেরদৌসী বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। পরে তার বাড়িটিকে কুটি মডেল শাখর 'আদর্শ বাড়ি'র তালিকায় মনোনয়ন করার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সে অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।
- ফেরদৌসী বেগমের বাড়িটি ১৭ শতাংশ জমির ওপরে।
- তার কোনো পুকুর নেই, গরু নেই, ছাগলও নেই।
- বাড়িতে তিনি ১২টি হাঁস এবং ৬টি মুরগি পোষেণ। কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার বাড়ির উঠোনে বেশ কয়েক রকমের সবজি আবাদ করেন, যা ভেতরে রয়েছে লাউ, পুঁইশাক, শিম, ধুঁদুল ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- বাড়িটিতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে কলা, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, পেয়ারা, বড়ই ইত্যাদি আর কাঠের গাছ রয়েছে কড়ই, কোনো ঔষধি গাছ নেই।

ফেরদৌসীর লাউগাছ

এই গর্তে আবর্জনা ও গোবর পচিয়ে জৈবসার তৈরি করেন ফেরদৌসী

কলা ও সবজি বাগানসহ ফেরদৌসী বেগমের বাড়ির উঠোন

ফেরদৌসী বেগমের কলা গাছের কলা

- তিনি তার বাড়ির এক পাশে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে বাড়ির সব ধরনের নোংরা আবর্জনা, রানানাঘরের বর্জ্য ইদ্যাদি ফেলে পচিয়ে সার দৈরি করেন।
- তার বাড়িতে নিরাপদ পানির জন্য একটি টিউবওয়েল আছে। বাড়িটিতে রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা ও হাঁস-মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘর আছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়িতে মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবার থাকার জন্য উপযোগী ঘর রয়েছে। বাড়িতে লেখাপড়ার উপযোগী ব্যবস্থা আছে। তিনি তার বাড়ির সবার জন্য বিনোদনেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
- তিনি তার বাড়িটিকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে এটিকে স্বাস্থ্যসম্মত বসবাস-উপযোগী করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু বিক্রিও করছেন।
- বাড়িটি থেকে তার মাসে ১৪/১৫ হাজার টাকা লাভ থাকে।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

রাহেলা বেগম

স্বামী– মো. শাহজাহান
গ্রাম– শিমরাইল, সাতপাড়া, কুটি মডেল শাখা

তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে। তিনি তার বাড়িতে অনেক লাউ চাষ করেন। এ ছাড়া মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, পুঁইশাক, করলা, শিম, ঢ্যাড়শ ইত্যাদি সবজিও ফলান

- রাহেলা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে, ধান চাষের জন্য। এরপর তার বাড়িটিকে 'আদর্শ বাড়ি'র তালিকাভুক্ত করার পর তিনি সেই মান অর্জনের চেষ্টা করছেন।
- তার বাড়িটির পরিবেশ খুবই চমৎকার। ভারি মন ভালো করে দেয়া। প্রধান সড়ক থেকে তাদের বাড়ি যাওয়ার সরু পথটি পুবমুখো নেমে গেছে দু পাশের হাওড়ের পানি চিরে এবং এ পথটিরই একেবারে শেষ মাথায় রাগেলার বাড়ি, তিনপাশে থৈ থৈ হাওড়ের জলে ঘেরা।
- তার বাড়িটি ৯ শতাংশ জমির ওপরে।
- তার বাড়িতে ৩টি গরু, গোটা চারেক ছাগল ছিল– বিক্রি করে দিয়েছেন।
- কয়েকদিন আগেও তার ৮০টি হাঁস ছিল– এখন নেই। রোজই হাওড়ে ছেড়ে দিতেন, বাড়ি ফিরে আসতো। একদিন আর ফিরে আসেনি। তিনি কোনো মুরগি, কিংবা কবুতর পোষেণ না।
- তার কোনো নিজস্ব পুকুর নেই। বাড়ি ঘিরে থাকা হাওড় থেকে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় মাছ সংগ্রহ করেন।

- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে। তিনি তার বাড়িতে অনেক লাউ চাষ করেন। এ ছাড়া মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, পুঁইশাক, করলা, শিম, ঢ্যাঁড়শ ইত্যাদি সবজিও ফলান।
- কয়েকটি ফলের গাছও আছে তার বাড়িতে– আম, জাম, কাঁঠাল ও পেয়ারা। তার বাড়িতে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে কেবল কড়ই, কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি তার বাড়িতে এখনো গর্ত করে সেখানে গোবর এবং বাড়ির জঞ্জাল ফেলছেন না, জানালেন, শিগগিরই গড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে গোবর ও জঞ্জাল ফেলে জৈব সার তৈরি করবেন।
- নিরাপদ পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু ও হাঁস-মুরগি রাখার জন্য তার বাড়িতে নির্দিষ্ট ঘর আছে। রান্নার জন্য তিনি বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়িতে মোট ৭ জন সদস্য। তাদের থাকার উপযোগী ঘর আছে। তার বাড়িতে লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ আছে, বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা আছে।
- তিনি তার বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- রাহেলা তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, দুধ, কাঠ ও লাকড়ি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করছেন।
- বাড়ি থেকে তার মাসে প্রায় ৮ হাজার টাকা আয় করতে পারেন।

রাহেলা বেগমের বাড়ি

ফল ও সবজি গাছের সমাহার

রাহেলা বেগমের সবজি বাগান

রাহেলার উঠোনে পেঁপে চাষ

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

উম্মে কুলসুম

স্বামী– মো. আল আমিন (কৃষিকাজ ও গরুর ব্যবসা)
গ্রাম– বুগীর, কুটি মডেল শাখা

তিনি তার বাড়িতে ৪টি গরু পোষেণ, কিন্তু কোনো ছাগল নেই। দুটি ছাগল ছিল, বিক্রি করে দিয়েছেন। তার বাড়িতে হাঁস রয়েছে ৮টি, মুরগি ২০টি এবং কবুতর ৪টি। তিনি তার হাঁসও মুরড়ির সংখ্যা বাড়াতে চান, কবুতরও পুষতে চান।

- উম্মে কুলসুম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। এরপর তার বাড়িটিকে 'আদর্শ বাড়ি'র তালিকাভুক্ত করার পর তিনি সেই মান অর্জনের চেষ্টা করছেন।
- তার বাড়ি ও পুকুর ৬০ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত।
- তিনি তার বাড়িতে ৪টি গরু পোষেণ, কিন্তু কোনো ছাগল নেই। দুটি ছাগল ছিল, বিক্রি করে দিয়েছেন।
- তার বাড়িতে হাঁস রয়েছে ৮টি, মুরগি ২০টি এবং কবুতর ৪টি। তিনি তার হাঁসও মুরড়ির সংখ্যা বাড়াতে চান, কবুতরও পুষতে চান।
- তিনি তার পুকুরে শিং ও মাগুর মাছ চাষ করছেন।
- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে। সেখানে তিনি লাউ, পেঁপে, চাল কুমড়া, পুঁইশাক, লালশাক, কলমিশাক, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, শিম ইত্যাদি সবজি ফলান।

উম্মে কুলসুমের পুকুরের একপাশে আবর্জনা পচানোর গর্ত

উঠোনের একপাশে গরুর আথাল

- বেশ কয়েকটি ফলের গাছ আছে তার বাড়িতে– আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জম্বুরা, ডেউয়া, নারকেল, লেবু, বিলম্বি, কামরাঙা, বড়ই ও সুপারি। তার বাড়িতে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে বেলজিয়াম, একাশিয়া বা আকাশমণি, গামারি ও মেহগিনি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে কেবল নিম।
- তিনি তার বাড়িতে এখনো গর্ত করে সেখানে গোবর এবং বাড়ির জঞ্জাল ফেলছেন না, জানালেন, শিগগিরই গড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে গোবর ও জঞ্জাল ফেলে জৈব সার তৈরি করবেন।
- নিরাপদ পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা, গরু ও হাঁস-মুরগি রাখার জন্য তার বাড়িতে নির্দিষ্ট ঘর আছে। রান্নার জন্য তিনি বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়িতে মোট ২২ জন সদস্য। তাদের থাকার উপযোগী ঘর আছে। তার বাড়িতে লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ আছে, বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা আছে।
- তিনি তার বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- কুলসুম তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, দুধ, কাঠ ও লাকড়ি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করছেন।
- বাড়ি থেকে তার মাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

ইয়াসমিন আক্তার

স্বামী– মো, মোহনউদ্দিন (প্রবাসী)
গ্রাম– পয়াত, ভরসার বাজার মডেল শাখা

ইয়াসমিন খুব কর্মঠ এক নারী। গাভীর খামার, দুটি পুকুরের দেখভাল, সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে তিনি বাড়ি-ঘর, বাড়ির সবার জামা-কাপড়, বাড়ির পর্দা, লেপ-বালিশের কভার, আসবাবপত্র সবকিছু তিনি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন বাড়িতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে অসুখ-বিসুখ অনেকাংশেই দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব

- ইয়াসমিন আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। এরপর সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকা করার সময় তার বাড়িটিকেও মনোনীত করেন। সেই থেকে তিনি তার বাড়িটিকে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে সার্বিকভাবে আরো অনেক লাভবান হতে চান।
- ইয়াসমিন আক্তারে বাড়িটি ২০ শতাংশ জমির ওপর। বাড়ির পাশেই তার দুটি পুকুর আছে– একটি ৫০ শতাংশের, অন্যটি ৪০ শতাংশের।
- তার গরু মোট ৫টি, এর ভেতরে দুটি আছে বিদেশি জাতের বেশি দুধ দেয়া গাভী। তিনি তার গাভী দুটি থেকে দিনে দুবার দুধ সংগ্রহ করেন, সকালে পান ২৪ লিটার, বিকেলে ১০ লিটার। তার মানে দিনে তিনি ৩৪ লিটার দুধ পান। তবে তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- ইয়াসমিনের হাঁস ৫টি, মুরগি ১০টি, কিন্তু কোনো কবুতর নেই।

ইয়াসমিন আক্তারের আদর্শ বাড়ি

পুকুরের ঢালে জাংলায় সবজি চাষ করছেন ইসমিন আক্তার

নিজের গরুর ঘরে ইয়াসমিন

নিজস্ব মোটরপাম্প থেকে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সুন্দর ব্যবস্থা

- তিনি তার দুটি পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, শিং, মাগুর ও কই মাছ চাষ করেন। ইয়াসমিনের দুটি পুকুরের চারপাশ ঘিরেই রয়েছে বড় বড় সব গাছ।

  বাড়ি লাগোয়া পুকরটির চারপাশে বড় বড় গাছের ফাঁকে কলাগাছ রয়েছে। তবে বাড়ির শেষ প্রান্তের পুকুরটির চারপাশে সবজি চাষ করে পুকুরের ওপর জাংলা করে দিয়েছেন।

- তার বাড়িতে সবজি বাগানও রয়েছে। তিনি তাতে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শিম, ঢ্যাড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, চুকি ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

- ইয়াসমিনের বাড়িতে বেশ কয়েক রকমের ফলের গাছ আছে– কলা, আম, জাম, কাঁঠাল, রয়াল বা অরবড়ই, জাম্বুরা, তেঁতুল, ডেউয়া, আমড়া, লেবু ও সুপারি। কাঠ গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, কড়ই, মেহগিনি ও গামারি। ঔষধি গাছ আছে নিম ও পাথরকুচি।

- তিনি এখনো বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কোনো গর্ত করেননি। তবে একটি 'আদর্শ বাড়ি'র অন্যতম শর্ত হিসেবে তিনি শিগগিরই বড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করবেন।

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি, তবে ইচ্ছে আছে।

- তার বাড়ির মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনের জন্য তার বাড়িতে টেলিভিশন এবং বিভিন্ন ঘরোয়া খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে।

- ইয়াসমিন খুব কর্মঠ এক নারী। গাভীর খামার, দুটি পুকুরের দেখভাল, সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে তিনি বাড়ি-ঘর, বাড়ির সবার জামা-কাপড়, বাড়ির পর্দা, লেপ-বালিশের কভার, আসবাবপত্র সবকিছু তিনি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন বাড়িতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে অসুখ-বিসুখ অনেকাংশেই দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব।

- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বেশ ভালো পরিমাণে বিক্রি করছেন।

- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

শিরিন আক্তার শিলা

স্বামী– মোহাম্মদ আলী
গ্রাম– পয়াত, ভরসার বাজার মডেল শাখা

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে বাড়ির রান্নাবান্নার কাজ চলে

- শিরিন আক্তার শিলা সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষিকাজের জন্য। এরপর সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকা করার সময় তার বাড়িটিকেও মনোনীত করেন। সেই থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ২০ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া তার দুটি পুকুর আছে– একটি বাড়ি লাগোয়া– ৩০ শতাংশের, অন্যটি একটু দূরে ৮০ শতাংশের একটি শরিকি পুকুর।
- তিনি তার বাড়িতে দুইটি গরু পোষেণ। রোজ ১০ লিটার দুধ পান। তার কোনো ছাগল নেই।
- শিরিন বাড়িতে ৫টি হাঁস, ৪০টি মুরগি এবং ৬টি কবুতর পোষেণ।

শিরিন আক্তার শিলার আদর্শ বাড়ি

- তিনি তার দুটি পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, সরপুঁটি, শিং ও দেশি কই মাছ চাষ করেন। একটি আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী তিনি তার পুকুরের চারপাশে এখনো কোনো সবজি, পেঁপে চাষ করছেন না। তবে বড় বড় অনেক জংলি কলাগাছ আছে তার পুকুরের এক পাশে। আর আছে জাম, মেহগিনি, নারকেল, আম ইত্যাদি বড় বড় গাছ আছে।

- বাড়িতে নানা রকমের সবজিও ফলান তিনি– শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, লালশাক, বাঁধাকপি, কাঁচামরিচ ইত্যাদি।

শিরিনের বাড়ির পেছনে মেহগিনি, একাশি বা আকাশমণি এবং বেলজিয়াম গাছের বাগান

- শিরিনের বাড়িতে বেশ কয়েক রকমের ফলের গাছ আছে– কলা, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কামরাঙা, পেঁপে ইত্যাদি । কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, মেহগিনি ইত্যাদি। ঔষধি গাছ আছে নিম ও অর্জুন।

- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কোনো গর্ত করেননি। এর আগে বছর দুয়েক গর্ত খুঁড়ে তাতে আবর্জনা ফেলতেন। এখন বাগির পেছনের ঢালে ফেলেন। তবে একটি 'আদর্শ বাড়ি'র অন্যতম শর্ত হিসেবে তিনি শিগগিরই বড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করবেন।

নিজেদের শরিকি পুকুরের সামেনে শিরিন আক্তার শিলা

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে বাড়ির রান্নাবান্নার কাজ চলে।

- তার বাড়ির মোট সদস্য ৮ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

রান্নাঘরে নিজের উৎপাদিত বায়োগ্যাসে রান্না করছেন শিরিন আক্তার শিলা

- শিরিন তার ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।

- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বেশ ভালো পরিমাণে বিক্রি করছেন।

- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

সখিনা বেগম

স্বামী– মোসলেম মিয়া (মুদি দোকানি)
গ্রাম– পয়াত, ভরসার বাজার মডেল শাখা

সখিনা তার ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন

- সখিনা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। এরপর সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়া পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ২৭ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া বাড়ির পূর্বপ্রান্তে তার একটি যৌথ শরিকি পুকুর আছে প্রায় ৬০ শতাংশের।
- গাভী পালনের জন্য ঋণ নিলেও তিনি তার বাড়িতে এখনো (আমি তার বাড়ি গিয়েছিলাম ১ অক্টোবর) গরু কিংবা ছাগল পোষেণ না। তবে শিগগিরই গাভী কিনবেন বলে জানালেন।
- সখিনা বাড়িতে ১০টি হাঁস এবং ১০টি মুরগি পুষছেন, তার কোনো কবুতর নেই।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে রুই, কাতল, মৃগেল, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছ চাষ করা হয়। তাদের এই

নিজের ঘরের সামনে সখিনা বেগম

জবা ফুল ও মেহগিনি গাছের পাশে সখিনা বেগম

যৌথ পুকুরটির চারপাশে কলা, পেঁপে বা অন্য কোনো সবজির চাষ করা হয় না, তবে বড় বড় অনেক গাছ আছে– মেহগিনি, একাশিয়া, তাল ইত্যাদি গাছ আছে, আর আছে কয়েক ঝাড় জবাফুলের গাছ।

- বাড়িতে নানা রকমের সবজিও ফলান তিনি– লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ধুঁদুল, ঝিঙে ইত্যাদি।
- সখিনার বাড়িতে বেশ কয়েক রকমের ফলের গাছ আছে– কলা, আম, জাম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, বেলজিয়াম ও মেহগিনি ইত্যাদি। ঔষধি গাছ আছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কোনো গর্ত করেননি। এর আগে বছর দুয়েক গর্ত খুঁড়ে তাতে আবর্জনা ফেলতেন। এখন বাগির পেছনের ঢালে ফেলেন। তবে একটি 'আদর্শ বাড়ি'র অন্যতম শর্ত হিসেবে তিনি শিগগিরই বড় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করবেন।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- সখিনা তার ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে ৪/৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

জেসমিন আক্তার

স্বামী– জামালউদ্দিন (কৃষিকাজ)
গ্রাম– রসুলপুর, পূর্বপাড়া, ভরসার বাজার মডেল শাখা

জেসমিনের বাড়িতে বেশ কয়েক রকমের ফলের গাছ আছে– আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু জাম্বুরা, কামরাঙা, চালতা, জলপাই, বিলম্বি, লেবু ইত্যাদি। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, মেহগিনি ও গামারি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে অর্জুন

- জেসমিন আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়া পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি সাড়ে ৬ শতাংশ জমির ওপরে এবং তার বাড়ির পেছনে একটি পুকুর আছে ২৮ শতাংশের।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে কোনো গরু পুষছেন না। পুষতেন, বিক্রি করে দিয়েছেন কোরবানির ঈদের আগে। প্রতিবছরই এমনটি করেন। এবারও দুটি গরু কিনে মোটাতাজা করে আগামী কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করে দেবেন। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না। তবে আদর্শ বাড়ির শর্ত পূরনের জন্য কিনবেন বলে জানালেন।

নিজের পুকুরের পাশে জেসমিন আক্তার

জেসমিন আক্তারের সবজি বাগান

জেসমিন আক্তারের আদর্শ বাড়ি

- জেসমিন তার বাড়িতে ৫টি হাঁস এবং ২৩টি মুরগি পুষছেন, তার কোনো কবুতর নেই।
- তিনি তার পুকুরটিতে রুই, কাতল, বিগহেড, সরপুঁটি, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, শিং, মাগুর ও কই মাছ চাষ করেন। তার পুকুরের চারপাশ ঝোপ-জঙ্গল এবং বড় বড় গাছে চাওয়া। এখনো পুকুরের পাড়ে তিনি কোনো সবজি চাষ করছেন না। তবে এবার করবেন বলে জানালেন। কলা ও পেঁপে গাছও লাগাবেন।
- বাড়িতে নানা রকমের সবজিও ফলান তিনি– লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ধুঁদুল, ঝিঙে, লালশাক, ধনেপাতা ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি তার সবজির বেশ বড় একটি বাড়ান রয়েছে তাদের বাড়ির পেছনের ধানক্ষেতের ওপাশে।
- জেসমিনের বাড়িতে বেশ কয়েক রকমের ফলের গাছ আছে– আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু জাম্বুরা, কামরাঙা, চালতা, জলপাই, বিলম্বি, লেবু ইত্যাদি। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, মেহগিনি ও গামারি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে অর্জুন।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির পেছনদিকে বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- জেসমিন তার ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

স্বপ্না বেগম

মো. হুমায়ুন কবির (কৃষিকাজ করেন)
গ্রাম– ভুবনঘর,ভরসার বাজার মডেল শাখা

তিনি তার ছোট পুকুরটিতে তেলাপিয়া, শিং ও কই মাছ চাষ করেন। তার পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ থাকলেও ধুঁদুল চাষ করছেন।

- স্বপ্না বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতে। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- স্বপ্না বেগমের বাড়িটি ছোট একটি পুকুরসহ ২২ শতাংশ জমির ওপর।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে মোট ৩টি গরু পুষছেন। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- স্বপ্ন বেগমের ১২টি হাঁস এবং ২০টি মুরগি পোষেণ, তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার ছোট পুকুরটিতে তেলাপিয়া, শিং ও কই মাছ চাষ করেন। তার পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ থাকলেও ধুঁদুল চাষ করছেন।

নিজের পুকুরপাড়ের মেহগিনি, বিলম্বি গাছের সামনে স্বপ্না বেগম

পুকুরের ঢালে স্বপ্না বেগমের কাকরোল চাষ

স্বপ্না বেগমের পুকুরের ওপর সবজির জাংলা

- বাড়ির উঠোনের চারপাশেও নানা রকমের সবজি ফলান তিনি– লাউ, চালকুমড়া, কাকরোল, পেঁপে, ধুঁদুল, মানকচু ইত্যাদি।
- স্বপ্না বেগমের বাড়িতে কলা, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, সুপারি, বিলম্বি, চালতা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, গামারি ও কড়ই। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে তুলসী।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির পেছনদিকে বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৮ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- স্বপ্না বেগম তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

রওশনারা বেগম

মিজানুর রহমান (কৃষিকাজ)
গ্রাম– রঘুরামপুর, ভরসার বাজার মডেল শাখা

তিনি তার ছোট্ট পুকুরটিতে রুই, কাতল, তেলাপিয়া ও পুঁটি মাছ চাষ করেন। তার পুকুরের চারপাশ ঝোপ-জঙ্গলে ছাওয়া। পুকুরের পাড় বাঁধানো নয়। ঝোপ-জঙ্গলেই তিনি দু-একটি ধুঁদুল চাষ করছেন

- রওশনারা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষি খাতের উপখাত সবজি চাষের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- রওশনারা বেগমের বাড়িটি ছোট্ট একটি পুকুরসহ ১০ শতাংশ জমির ওপর।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে মোট ১টি গরু পুষছেন। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- রওশনারা বেগম ২টি হাঁস এবং ৭টি মুরগি পোষেণ, তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার ছোট্ট পুকুরটিতে রুই, কাতল, তেলাপিয়া ও পুঁটি মাছ চাষ করেন। তার পুকুরের চারপাশ ঝোপ-জঙ্গলে ছাওয়া। পুকুরের পাড় বাঁধানো নয়। ঝোপ-জঙ্গলেই তিনি দু-একটি ধুঁদুল চাষ করছেন।

রওশনারা বেগমের পুকুর

রওশনারার গরুর ঘর

- বাড়ির উঠোনের চারপাশেও নানা রকমের সবজি ফলান তিনি। এর ভেতরে রয়েছে শিম, লাউ, চালকুমড়া, ঢ্যাঁড়শ, কলমি, লালশাক, ডাঁটা, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ধুঁদুল, ইত্যাদি।
- রওশনারা বেগমের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, পেঁপে, বিলম্বি, কামরাঙা, জলপাই, লিচু জাম ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও গামারি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির পেছনদিকে বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৩ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রওশনারা বেগম তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ১০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

রাহিমা আক্তার

স্বামী– ময়নাল হোসেন (কৃষিকাজ)
গ্রাম– ইলাশপুর, ভরসার বাজার মডেল শাখা

তার বাড়ির ভেতরেও একটি সবজির বাগান আছে। সেখানে তিনি লাউ, শিম, ডাঁটা, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, সজনে ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- রাহিমা আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- রাহিমা আক্তারের বাড়িটি ১০ শতাংশ জায়গার ওপর এবং বাড়ি লাগোয়া বিশাল এক শরিকি পুকুরের তিনি ৩০ শতাংশের ভাগীদার।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে মোট ৩টি গরু পুষছেন। আগে পাঁচটি ছিল, যার একটি বিক্রি করেছেন এবং একটি মারা গেছে। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- রাহিমা আক্তারের ৭টি হাঁস এবং ২০টি মুরগি পোষেণ, তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে রুই, কাতল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের

রাহিমা আক্তারের বাড়ির উঠোনে ফল ও সবজি বাগান

চাষ করা হয়। পুকুটির চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গল। তিনি সেখানে একটি মাচান তৈরি করে ধুঁদুল চাষ করছেন।

- তার বাড়ির ভেতরেও একটি সবজির বাগান আছে। সেখানে তিনি লাউ, শিম, ডাঁটা, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, সজনে ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- রাহিমা আক্তারের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, বড়ই, পেয়ারা, করমচা, নারকেল, সুপারি, বিলম্বি, লেবু ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও কড়ই। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।

পুকুরের ঢালে রাহিমা আক্তারের ফলের চাষ

- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির পেছনদিকে বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।

রাহিমা আক্তারের গরুর ঘর

- তার বাড়ির মোট সদস্য ৩ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রাহিমা আক্তার তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে সামান্য কিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৬ হাজার টাকা লাভ করছেন।

রাহিমা আক্তারের পুকুরের পাড়ে শিমগাছ

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

সোনিয়া আক্তার

স্বামী– হাবিবুল হক (মুদি দোকানি)
গ্রাম– ইলাশপুর, ভরসার বাজার মডেল শাখা

সোনিয়া আক্তারের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, কামরাঙা, জাম্বুরা, জলপাই, নারকেল, সুপারি, লেবু, আতা, তেঁতুল, বিলম্বি, চালতা, বড়ই ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– সেগুন, গামারি, একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও কড়ই। তার বাড়িতে ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম, অজ্র্যুন, বহেরা ও আমলকি

- সোনিয়া আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- সোনিয়া আক্তারের বাড়িটি ছোট একটি পুকুরসহ ২৪ শতাংশ জায়গার ওপর।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে মোট ৪টি গরু পুষছেন। এর ভেতরে গাভী আছে ২টি। এ দুটি গাভী থেকে তিনি রোজ ১৬ লিটার করে দুধ পান। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- সোনিয়া আক্তারের কোনো হাঁস নেই, মুরগি পোষেণ ১৬টি, তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।

নিজের পুকুরপারে সোনিয়া আক্তার

- তিনি তার পুকুরে রুই ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করেন। পুকুটির চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গল। এখনো তিনি সেখানে কোনো সবজি বা কলা-পেঁপে চাষ করছেন না। তবে একটি আদর্শ বাড়ির শর্ত পূরণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে তিনি খুব শিগগিরই পুকুরের চারপাশে কলা ও পেঁপে এবং সবজি চাষ করবেন।
- তবে তার বাড়ির ভেতরে তিনি লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শিম, পুঁইশাক, সজনে ইত্যাদি সবজি চাষ করছেন।

বাড়ির পাশের গর্তে
জৈব সার তৈরী করেন তিনি

- সোনিয়া আক্তারের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, কামরাঙা, জাম্বুরা, জলপাই, নারকেল, সুপারি, লেবু, আতা, তেঁতুল, বিলম্বি, চালতা, বড়ই ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– সেগুন, গামারি, একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও কড়ই। তার বাড়িতে ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম, অজ্যুন, বহেরা ও আমলকি।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির পেছনদিকে বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে তিনি গোবর, রান্নাঘরের কাটাকুটি ইত্যাদি ফেলে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।

পুকুরের চারপাশ ঘিরে
সোনিয়ার কাঠ ও ফলের গাছ

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৩ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

সোনিয়ার গাভী দোহানো হচ্ছে

- সোনিয়া আক্তার তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে সামান্য কিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন। রোজ দুধ বিক্রি করেন ১৬ লিটার করে।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

বীণা বেগম

স্বামী– মারফত আলি (কৃষিকাজ)
গ্রাম– কিংবাজেহুরা, ভরসার বাজার মডেল শাখা

বীণা বেগমের বাড়িতে কাঁঠাল, পেপে, বিলম্বি, লেবু, আমড়া, আতা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, শিশু ও বেলজিয়াম

- বীণা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- বীণা বেগমের বাড়িটি ১৮ শতাংশ জায়গায় এবং বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি শরিকি পুকুর আছে ১৮ শতাংশের।
- তার বাড়িতে তিনি এখন ২টি গরু পুষছেন। লক্ষ্য– এ দুটিকে মোটাতাজা করে আগামী কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করবেন। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- বীণা বেগম বাড়িতে কোনো হাঁস ও কবুতর পোষেণ না, তবে ২০টি মুরগি পুষছেন।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে রুই, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছের চাষ করা হয়।

নিজের পুকুরপাড়ে বীণা বেগম

বীণা বেগমের বাড়ি

পুকুটির চারপাশে বড় বড় গাছ। তিনি সেখানে এখনো কোনো সবজি বা কলা, পেঁপে চাষ করছেন না।

- তার বাড়ির ভেতরে অবশ্য তিনি মুলা, লাউ, শিম, লালশাক, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- বীণা বেগমের বাড়িতে কাঁঠাল, পেপে, বিলম্বি, লেবু, আমড়া, আতা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, শিশু ও বেলজিয়াম। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কোনো গর্ত খোঁড়েননি। শিগগিরই খুলবেন বলে জানালেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- বীণা বেগম তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু পরিমাণে বিক্রি করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৮ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

হেলেনা বেগম

স্বামী– সৈয়দ আলি (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, বর্তমানে অসুস্থ)
গ্রাম– কিংবাজেহুরা, ভরসার বাজার মডেল শাখা

হেলেনা বেগমের বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, জালি কুমড়া, শসা, বেগুন, লালশাক, শিম, মুলা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- হেলেনা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৩৬ শতাংশ জায়গায় এবং বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি শরিকি পুকুর আছে।
- হেলেনা বেগমের কোনো গরু বা ছাগল নেই।
- তিনি তার বাড়িতে কোনো হাঁস ও কবুতর পোষেণ না, তবে ১২টি মুরগি পুষছেন।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে রুই, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছের চাষ করা হয়। পুকুটির চারপাশে বড় বড় গাছ। তিনি সেখানে এখনো কোনো সবজি বা কলা, পেঁপে চাষ করছেন না।

হেলেনা বেগমের বাড়ির গাছ-গাছালি

হেলেনা বেগমের বাড়ির খড়ের গাদা ও পাটশলার গাদা

- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, জালি কুমড়া, শসা, বেগুন, লালশাক, শিম, মুলা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- হেলেনা বেগমের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, আমড়া, পেয়ারা, সুপারি, নারকেল ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, বেলজিয়াম ও কড়ই। ঔষধি গাছ আছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কোনো গর্ত খোঁড়েননি। শিগগিরই খুঁড়বেন বলে জানালেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- হেলেনা বেগম তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে এখনো কিছু বিক্রি করতে পারছেন না।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে এখনো তেমন কোনো লাভ করতে পারছেন না।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

রাশেদা বেগম

স্বামী– নূরু মিয়া (কৃষিকাজ ও মাছের পোনার ব্যবসা করেন)
গ্রাম– কিংবাজেহুড়া, ভরসার বাজার মডেল শাখা

রাশেদা বেগমের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লটকন, পেয়ারা, বড়ই, জাম্বুরা, করমচা ইত্যাদি ফলের গান আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও গামারি।
ঔষধি গাছ আছে নিম

- রাশেদা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ২৪ শতাংশ জায়গায় এবং বাড়ির সঙ্গে তার একটি পুকুর আছে।
- রাশেদা বেগমের ২টি গরু, রোজ ৭/৮ কেজি দুধ বিক্রি করতে পারেন। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।

রাশেদা বেগমের গরুর ঘর

গাছ-গাছালি ভরা রাশেদা বেগমের পুকুর

রাশেদা বেগমের ছেলের পড়ার টেবিল

- রাশেদা বেগম তার বাড়িতে ১১টি হাঁস পুষছেন, যেগুলোর ভেতরে রয়েছে তিনটি চীনা হাঁস। তার মুরগি রয়েছে ৯টি, কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, শিং, মাগুর ও কইমাছ চাষ করছেন। তার পুকুরটি ছোট ছোট পানায় ছেয়ে আছে। পুকুটির চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। তিনি সেখানে এখনো কোনো সবজি বা কলা, পেঁপে চাষ করছেন না। তবে করবেন বলে জানালেন।
- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লালশাক, শিম ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- রাশেদা বেগমের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লটকন, পেয়ারা, বড়ই, জাম্বুরা, করমচা ইত্যাদি ফলের গান আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও গামারি। ঔষধি গাছ আছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য এখনো কোনো গর্ত খোঁড়েননি। শিগগিরই খুঁড়বেন বলে জানালেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৩ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রাশেদা বেগম তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

ফিরোজা বেগম

স্বামী– মো. সায়েদ মিয়া (মুদি দোকানি)
গ্রাম– কিংবাজেহুড়া, ভরসার বাজার মডেল শাখা

ফিরোজা বেগমের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, আমড়া, জাম্বুরা, জলপাই, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও বেলজিয়াম। ঔষধি গাছ আছে নিম

- ফিরোজা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষিকাজের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৬ শতাংশ জমির ওপর, বাড়ির সঙ্গেই বড় একটি শরিকি পুকুর, যার ৮ শতাংশের মালিক তিনি।
- ফিরোজা বেগমের ২টি গরু। তিনি রোজ ৫ লিটার করে দুধ পান। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- ফিরোজা বেগম তার বাড়িতে ২টি হাঁস এবং ৫টি মুরগি পুষছেন। তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।

ফিরোজা বেগমের গরুর ঘর

ফিরোজা বেগমের পুকুর

- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছ চাষ করছেন। তার পুকুরটি ক্ষুদিপানা বা ডাকউইডে ছেয়ে আছে। পুকুটির চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। তিনি সেখানে এখনো কোনো সবজি বা কলা, পেঁপে চাষ করছেন না। তবে করবেন বলে জানালেন।
- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লালশাক, শিম ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- ফিরোজা বেগমের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, আমড়া, জাম্বুরা, জলপাই, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি ও বেলজিয়াম। ঔষধি গাছ আছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের এক কোণে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। এখানে গরুর গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করে নেন এবং তা সবজি বাগানে এবং ফলগাছগুলোর গোড়ায় প্রয়োগ করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- ফিরোজা বেগম তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

আলেয়া আক্তার

স্বামী– মো. জসিমউদ্দিন (মুদি দোকানি)
গ্রাম– কিংবাজেহুড়া, ভরসার বাজার মডেল শাখা

তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- আলেয়া আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৪৩ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া তাদের বড় একটি শরিকি পুকুর আছে ১২০ শতাংশের।
- আলেয়া আক্তারের ৩টি গরু। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তিনি তার বাড়িতে ৭টি হাঁস এবং ১০টি মুরগি পুষছেন। তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।

আলেয়া আক্তারের গরুর ঘর

আলেয়া আক্তারের পুকুর

উঠোনে আলেয়ার মিষ্টিকুমড়া চাষ

আলেয়ার লাউয়ের মাচান

বাড়ির পাশে আলেয়ার কাঠ গাছের বাগান

- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড, শিং, কই, সরপুঁটি, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো নয়। একদিকের পাড় অরক্ষিত। পুকুরের চারপাশে ঝোপ-জঙ্গল এবং বড় বড় গাছ। তিনি সেখানে এখনো কোনো সবজি বা কলা, পেঁপে চাষ করছেন না। তবে করবেন বলে জানালেন।
- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- আলেয়া আক্তারের বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, জাম্বুরা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, বেলজিয়াম, জলডুমুর ও কদম। ঔষধি গাছের ভেতর আছে অর্জুন।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের এক কোণে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। এখানে গরুর গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করে নেন এবং তা সবজি বাগানে এবং ফলগাছগুলোর গোড়ায় প্রয়োগ করেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ১১ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- আলেয়া আক্তার তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৭ হাজার টাকা লাভ করছেন।

মিরজাহান

স্বামী– মো. বজলুর রহমান (কৃষিকাজ করেন)
গ্রাম– ভানতি, ভরসার বাজার মডেল শাখা

তিনি তার পুকুরে রুই, কার্প, তেলাপিয়া, শিং ও কই মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও পরিকল্পিতভাবে এখনো সবজি চাষ করছেন না। পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ, বাঁশঝাড় আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। এ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দু-একটি মানকচু, কলা গাছ চোখে পড়ল। তিনি সেখানে সবজি, কলা, পেঁপে ইত্যাদি চাষ করবেন বলে জানালেন

- মিরজাহান সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষির উপখাত সবজি চাষের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ১২ শতাংশ জমির ওপরে এবং বাড়ির পেছনে তার একটি পুকুর আছে ১৮ শতাংশের।
- মিরজাহান তার বাড়িতে ১টি গরু এবং ১টি ছাগল পুষছেন। গরু ও ছাগলের সংখ্যা বাড়ানোর ইচ্ছে রয়েছে তার।

মিরজাহানের পুকুর

বাড়ির পিছনে মিরজাহানের গোসলখানা

- তিনি বাড়িতে ১৫টি হাঁস, ৪০টি মুরগি এবং এক জোড়া কবুতর পুষছেন।
- তিনি তার পুকুরে রুই, কার্প, তেলাপিয়া, শিং ও কই মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও পরিকল্পিতভাবে এখনো সবজি চাষ করছেন না। পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ, বাঁশঝাড় আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। এ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দু-একটি মানকচু, কলা গাছ চোখে পড়ল। তিনি সেখানে সবজি, কলা, পেঁপে ইত্যাদি চাষ করবেন বলে জানালেন।
- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, ঢ্যাঁড়শ, ডাঁটা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, বেগুন ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- মিরজাহানের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– একাশিয়া বা আকাশমণি, মেহগিনি, কদম ও বাঁশঝাড়। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে কোনো গর্ত খুঁড়ে নেননি। তবে একটি আদর্শ বাড়ির শর্ত পূরণের জন্য তিনি খুব শিগগিরই একটি বড় গর্ত খুড়ে গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করবেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৮ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- মিরজাহান তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ১০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

রওশনারা বেগম

স্বামী– মামুন মিয়া (সবজি চাষি)
গ্রাম– ভানতি, ভরসার বাজার মডেল শাখা

তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙে, ধুঁদুল, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, ধনেপাতা, অরহর, ঢ্যাড়শ, ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- রওশনারা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষির উপখাত সবজি চাষের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ১৪ শতাংশ জমির ওপরে এবং বাড়ির সঙ্গে তাদের একটি বেশ বড় শরিকি পুকুর আছে।
- রওশনারা তার বাড়িতে ৩টি গরু এবং ৫টি ছাগল পুষছেন।
- তিনি বাড়িতে ৫টি হাঁস এবং ২২টি মুরগি পুষছেন, কিন্তু তিনি কোনো কবুতর পুষছেন না এখনো।
- তাদের শরিকি পুকুরে গ্রাস কার্প ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও পরিকল্পিতভাবে এখনো সবজি চাষ করছেন না। তাদের পুকুরের বাড়ির ঘাটটি

রওশনারার গরুর ঘর

রওশনারার পুকুর

শান-বাঁধানো। পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। এখনো সেখানে কোনো সবজি বা কলা-পেঁপে চাষ করছেন না।

- তার বাড়িতে সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙে, ধুঁদুল, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, ধনেপাতা, অরহর, ঢ্যাড়শ, ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- রওশনারার বাড়িতে আম, কাঁঠাল, কামরাঙা, কলা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– গামারি ও নাইচ্যা। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের এক পাশে বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রওশনারা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি সবজির বিশাল বাগান থেকে মাসে গড়ে ৯০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম

স্বামী– মো. মিজানুর রহমান (কৃষিকাজ করেন)
ভরসার বাজার মডেল শাখা

তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প এবং তেলাপিয়া মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও পরিকল্পিতভাবে এখনো সবজি চাষ করছেন না। পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। তনি সেখানে সবজি, কলা, পেঁপে ইত্যাদি চাষ করছেন না, তবে করবেন বলে জানালেন

- সাফিয়া বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষির উপখাত সবজি চাষের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৩০ শতাংশ জমির ওপরে এবং বাড়ির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তাদের একটি বড় পুকুর আছে।
- সাফিয়া তার বাড়িতে ১টি গরু পুষছেন, কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।

সাফিয়া বেগমের পুকুর

সাফিয়া বেগমের হাঁস ও রাজহাঁস

- তিনি বাড়িতে ৩টি রাজহাঁস, ৮টি দেশি হাঁস এবং ৩০টি মুরগি পোষেণ, কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প এবং তেলাপিয়া মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও পরিকল্পিতভাবে এখনো সবজি চাষ করছেন না। পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। তিনি সেখানে সবজি, কলা, পেঁপে ইত্যাদি চাষ করছেন না, তবে করবেন বলে জানালেন।
- তার বাড়িতে বেশ বড় একটি সবজির বাগান আছে, তিনি সেখানে মুলা, আলু, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ঢ্যাঁড়শ, জালি কমড়া, লালশাক, ধনেপাতা, ডাঁটা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, বেগুন, শিম ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- সাফিয়ার বাড়িতে আম, লিচু, কামরাঙা, বড়ই, পেয়ারা, পেঁপে, আতা, কলা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ভেতরে রয়েছে– মেহগিনি, একাশিয়া বা আকাশমণি, গামারি, ডুমুর ও বেলজিয়াম। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল আছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- সাফিয়া তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি এবং বেশ বড় সবজি বাগান ও কৃষিজমি থেকে মাসে গড়ে ৮০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

সেলিনা আক্তার

স্বামী– তারেক আহমেদ

গ্রাম– রত্নাবতী, ভরসার বাজার মডেল শাখা

তিনি তার বাড়ির উঠোনে সবজির বাগান করছেন। সেখানে তিনি লাউ, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, পুঁইশাক, মরিচ ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।

- সেলিনা আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের কুটি শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- সেলিনা আক্তারের বাড়ির ভিটে ১০ শতাংশের এবং তার বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে একটি পুকুর রয়েছে ৩০ শতাংশের আর পূর্ব প্রান্তে বেশ বড় একটি পুকুর রয়েছে ৯০ শতাংশের।
- তিনি তার বাড়িতে দুইটি গরু পোষেণ, তবে কোনো ছাগল পোষেণ না।
- বাড়িতে তিনি ৬টি হাঁস ও ১২টি মুরগি পোষেণ, কিন্তু এখন কোনো কবুতর পুষছেন না, আগে পুষতেন। ইচ্ছে আছে আবারো পুষবেন।

সেলিনা আক্তারের দুটি পুকুরের বড়টি

সেলিনা আক্তারের গরু

সেলিনা আক্তারের বাড়ির পেছনে বনজ গাছের বাগান

সেলিনা আক্তারের বাড়ির উত্তর পাশে লাউয়ের বাগান

সেলিনা আক্তারের বাড়ির সামনের অংশ

- সেলিনা তার পুকুরে রুই, মৃগেল, তেলাপিয়া, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।
- তিনি তার বাড়ির উঠোনে সবজির বাগান করছেন। সেখানে তিনি লাউ, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, পুঁইশাক, মরিচ ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে ফল, বনজ অর্থাৎ কাঠ উৎপাদনকারী এবং ঔষধি– এই তিন ধরনের গাছই আছে। ফল গাছের ভেতরে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল, সুপারি, কলা, পেঁপে, লেবু ইত্যাদি। বনজ বা কাঠ গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, একশি বা আকাশমণি, কড়ই ও গামারি। ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে আমলকি ও নিম।
- তিনি তার বাড়ির ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি তার বাড়ির আবর্জনা, ফল-মূল-সবজির ফেলে দেয়া অংশ, মাছের আঁশ-কাঁটা-নাড়ি-ভুঁড়ি, মাছধোয়া পানি, মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি জঞ্জাল ফেলে পচিয়ে জৈবসার তৈরি করেন। অবশ্য এখনো তিনি তার বাড়িতে কেঁচোসার বা ভার্মি কম্পেস্ট করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার বাড়িতে টয়লেট, বাথরুম, রান্নাঘর এবং গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়িতে এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেননি।
- তার বাড়িতে মোট ৬ জন সদস্য। তাদের সবার থাকার জন্য উপযোগী ঘর এবং পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। তাদের পরিবারের সব সদস্যের বিনোদনেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে তার বাড়িতে।
- তিনি তার বাড়ির প্রতিটি অংশ ঝেড়ে-মুছে, ঝাড়ু দিয়ে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখেন। পরিবারের সবার পোশাক-আশাক, ঘরের পর্দা, বিছানার চাদর-কাঁথা, বালিশ-লেপ-তোষক-কুশনের কভার ইত্যাদি ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখেন; কারণ তিনি জানেন, এতে বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিরাজ করবে এবং পারিবারিক সদস্যদের অসুখ-বিসুখের আশঙ্কা অনেক কমে যাবে।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, দুধ ইত্যাদি বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারেন।
- বাড়িতে উৎপাদিত নানা জিনিস বিক্রি করে তিনি মাসে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা লাভ করেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

নার্গিস আক্তার

স্বামী– মফিজুল ইসলাম
গ্রাম– শিমপুর, ভরসার বাজার মডেল শাখা

নার্গিস আক্তার তার বাড়িতে উঠোনে ও ছাদের ওপর টবে নানা ধরনের সবজির আবাদ করেন, যেগুলোর ভেতর রয়েছে লাউ, শিম, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, পুঁইশাক, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি

- নার্গিস আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের ভরসার বাজার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৬ শতাংশ জায়গার ওপরে, বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটি পুকুর আছে ৬০ শতাংশের।
- নার্গিস তার বাড়িতে বর্তমানে ৬টি দো-আঁশলা গরু পুষছেন, যেগুলো থেকে তিনি রোজ ২০ লিটার করে দুধ পান। কিছুদিন আগে ৩টি গরু বিক্রি করে দিয়েছেন। জানালেন, খুব শিগগিরই তিনি আরো কয়েকটা গরু কিনবেন।
- তিনি বাড়িতে ৫টি দেশি হাঁস এবং ২৫টি মুরগি পোষেণ, কোনো কবুতর পোষেণ না।

নিজের ঘরের সামনে নার্গিস আক্তার

নার্গিস আক্তারের গরুর ঘর

- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প এবং শিং, মাগুর ও কই মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও পরিকল্পিতভাবে এখনো সবজি চাষ করছেন না। তবে খুব জলদিই আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী পুকুরের চারপাশে নানা রকম সবজি, কলা ও পেঁপে চাষ করবেন বলে জানালেন ।
- নার্গিস আক্তার তার বাড়িতে উঠোনে ও ছাদের ওপর টবে নানা ধরনের সবজির আবাদ করেন, যেগুলোর ভেতর রয়েছে লাউ, শিম, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, পুঁইশাক, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি।
- নার্গিসের বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, পেঁপে, বিলম্বি, কলা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। তার বাড়িতে কোনো কাঠ ও ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি বৈদ্যুতিক মোটর-পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- নার্গিস তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৪০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

নূরজাহান বেগম

স্বামী– ময়নাল হোসেন পাখি (কৃষি ও ব্যবসা)
গ্রাম– কেদারপুর, নিমসার মডেল শাখা

তিনি তার পুকুরে মাগুর, নাইলোটিকা ও শোল মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও বড় বড় গাছ, বাঁশঝাড় এবং পুকুরপাড়ের সামান্য একটু জায়গায় ছোট্ট একটি আনারসের বাগান করলেও পুকুরপাড়ে এখনো তিনি পরিকল্পিতভাবে সবজি কিংবা কলা বা পেঁপে চাষ করছেন না।
তবে খুব জলদিই আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী পুকুরের চারপাশে নানা রকম সবজি, কলা ও পেঁপে চাষ করবেন বলে জানালেন ।

- নূরজাহান বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৩৬ শতাংশ জায়গার ওপরে। এ ছাড়া বাড়ির সঙ্গে লাগানো নিজস্ব একটি পুকুর আছে ৫৪ শতাংশের।
- নূরজাহান তার বাড়িতে বর্তমানে ৬টি অস্ট্রেলিয়ান গরু পুষছেন, যেগুলো থেকে তিনি রোজ ৭০

নূরজাহান বেগমের পুকুরপাড়ে আনারসের বাগান

লিটার করে দুধ পান। কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।

- বাড়িতে তিনি ৬টি দেশি হাঁস এবং ৫টি মুরগি পোষেণ, কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার পুকুরে মাগুর, নাইলোটিকা ও শোল মাছ চাষ করছেন। তাদের পুকুরটি চারদিক ঘিরে বাঁধানো থাকলেও বড় বড় গাছ, বাঁশঝাড় এবং পুকুরপাড়ের সামান্য একটু জায়গায় ছোট্ট একটি আনারসের বাগান করলেও পুকুরপাড়ে এখনো তিনি পরিকল্পিতভাবে সবজি কিংবা কলা বা পেঁপে চাষ করছেন না। তবে খুব জলদিই আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী পুকুরের চারপাশে নানা রকম সবজি, কলা ও পেঁপে চাষ করবেন বলে জানালেন ।

নূরজাহান বেগমের গরুর ঘর

- নূরজাহান বেগম তার বাড়ির উঠোনের সুবিধাজনক জায়গায় শিম, ধুঁদুল, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদ সবজি চাষ করছেন।
- তার বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, সুপারি, জলপাই, কামরাঙা, আমড়া, চালতা, বিলম্বি ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেগগিনি, একাশি বা আকাশমণি, বেলজিয়াম ও ইউক্যালিপটাস এবং ঔষধি গাছ আছে আমলকি।

নিজের পুকুরপড়ে স্বামীর সঙ্গে নূরজাহান বেগম

- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- নূরজাহান তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

শাহীনা বেগম

স্বামী– মো. বাবুল (রাজমিস্ত্রি)
গ্রাম– কেদারপুর, নিমসার মডেল শাখা

তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছে রয়েছে বায়োগ্যাসের উৎপাদন আরো বাড়িয়ে আশপাশের বাড়িতেও গ্যাস-সংযোগ দেয়ার।

- শহীনা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ১৫ শতাংশ জায়গার ওপরে। এ ছাড়া বাড়ির সঙ্গে লাগানো একটি শরিকি পুকুর আছে তার।
- নূরজাহান তার বাড়িতে বর্তমানে ৯টি অস্ট্রেলিয়ান গরু পুষছেন, কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- বাড়িতে তিনি ২টি দেশি হাঁস এবং ১টি মুরগি পোষেণ, কোনো কবুতর পোষেণ না।

শাহীনা বেগমের গরুর ঘর

শাহীনা বেগমের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

- তাদের শরিকি পুকুরটিতে মাগুর, নাইলোটিকা ও শোল মাছ চাষ করা হয়।
- শাহীনা আক্তার তার উঠোনে এবং ছাদে শিম, ধুঁদুল, চালকুমড়া, কাকরোল, চিচিঙ্গা, শসা, পুঁই ইত্যাদ সবজি চাষ করছেন।
- তার বাড়িতে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, চালতা, জলপাই, পেয়ারা, বিলম্বি, পেঁপে, আমড়া, ডেউয়া, নারকেল, সুপারি, কামরাঙা, ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেগগিনি, একাশি বা আকাশমণি, শিশু ও বেলজিয়াম। বাড়িটিতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছে রয়েছে বায়োগ্যাসের উৎপাদন আরো বাড়িয়ে আশপাশের বাড়িতেও গ্যাস-সংযোগ দেয়ার।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৭ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- শাহীনা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৪০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

রহিমা বেগম

স্বামী– আলি আহমদ (সবজি চাষি, স্বামী-স্ত্রী একটি চায়ের দোকান চালান)
গ্রাম– পিহর, নিমসার মডেল শাখা

রহিমা বেগম সবজি চাষ করার জন্য এসএমএপি ঋণ নেয়ার পর সিদীপ কর্মকর্তারা তাকে সবজির একটি প্রদর্শনী প্লট গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সবজির একটি প্রদর্শনী প্লট গড়ে তোলেন। তার স্বামী আলি আহমেদ এ ক্ষেত্রে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের সদ্য মাটি দিয়ে ভরাট করা পুকুরের জমিটাতে এই প্লট হিসেবে বেছে নেন এবং সবজি হিসেবে বেছে নেন শিমকে।

- রহিমা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ২৪ শতাংশ জায়গার ওপরে। এ ছাড়া বাড়ির পেছনে বিশাল এক যৌথ পুকুরের ৬ শতাংশের মালিক তিনি।
- রহিমা তার বাড়িতে ২টি গরু পুষছেন, কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।

রহিমা বেগমের সবজির প্রদর্শনী প্লট

- তিনি কোনো হাঁস ও কবুতর পোষেণ না, তবে মুরগি পোষেণ ১০টি।
- তাদের যৌথ পুকুরটিতে তেলাপিয়া, রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও পাবদা মাছ চাষ করা হয়।
- রহিমা তার বাড়ির উঠোনের আনাচে-কানাচে লাউ, শিম, মিষ্টি কুমড়া চাষ করেন। এ ছাড়া তার একটি বড় শিমের বাগান আছে নিজেদের চায়ের দোকানের পাশে। এই সবজি বাগানটি সিদীপের এসএমএপি ঋণের আওতায় প্রদর্শনী সবজি প্লট হিসেবে বিবেচিত।

রহিমা বেগমের পুকুর

- তার বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, জাম্বুরা, চালতা, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। বাড়িটিতে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেগগিনি, একাশি বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, সেগুন ও রঙিন পুমা। ঔষধি গাছের ভেতরে আছে নিম।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। সবজি বাগানের জন্য তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন।

রহিমা বেগমের কেঁচোসার প্রকল্প

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৭ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

রহিমা বেগমের গরুর ঘর

- রহিমা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ২০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

শিফন আক্তার

স্বামী– মো. আমির হোসেন (রাজমিস্ত্রি)
গ্রাম– পিহর, নিমসার মডেল শাখা

তার বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম্বুরা, কলা, লেবু, নারকেল, জলপাই, জামরুল, তাল ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেগগিনি, কড়ই ও একাশি বা আকাশমণি। ঔষধি গাছের ভেতরে আছে নিম ও তুলসী

- সিফন আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষির উপখাত সবজি চাষ করার জন্য। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ১৬ শতাংশ জায়গার ওপরে। তাদের বাড়ির পেছনে বিশাল এক শরিকি পুকুরের তিনি ২ শতাংশের মালিক।
- সিফন আক্তার তার বাড়িতে বর্তমানে কোনো গরু পুষছেন না। দুইটি গরু ছিল, গত কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করে দিয়েছেন। এবারও তিনি চারটি গরু কিনে মোটাতাজা করে কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।

নিজের সবজি বাগানের সামনে সিফন আক্তার

সিফন আক্তারের পুকুর

- তিনি ৩২টি হাঁস এবং ১০টি মুরগি পোষেণ, তবে কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তাদের যৌথ পুকুরটিতে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প মাছ চাষ করা হয়। পুকুরটির চারপাশে বড় বড় গাছ। কোনো সবজি, কলা বা পেঁপে চাষ করছেন না।
- সিফন আক্তার তার বাড়ির উঠোনের সুবিধাজনক জায়গায় লাউ, শিম, ধুঁদুল, চালকুমড়া চাষ করছেন।
- তার বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম্বুরা, কলা, লেবু, নারকেল, জলপাই, জামরুল, তাল ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেগগিনি, কড়ই ও একাশি বা আকাশমণি। ঔষধি গাছের ভেতরে আছে নিম ও তুলসী।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রহিমা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৭ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

সাজেদা আক্তার সাজু

স্বামী– শাহজাহান মিয়া (মাছচাষি, দোকানি)
গ্রাম– পিহর, নিমসার মডেল শাখা

তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না

- সাজেদা আক্তার সাজু সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে ‘আদর্শ বাড়ি’ হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- সাজেদা আক্তার সাজু সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে ‘আদর্শ বাড়ি’ হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।

সাজেদার পুকুর

সাজেদা আক্তারের পুকুরপাড়ে কলা চাষ

- তার বাড়িটি ১২ শতাংশ জায়গার ওপরে। এ ছাড়া বাড়ি থেকে একটু দূরে তার একটি বড় পুকুর রয়েছে ৬০ শতাংশের।
- সাজেদা আক্তার সাজু গাভী পালনের জন্য এসএমএপি ঋণ নিলেও আমি যেদিন তার বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম সেইদিন পর্যন্ত তিনি কোনো গাভী বা গরুই কেনেননি। খুব শিগগিরই কিনবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তিনি তার বাড়িতে ১৪টি হাঁস এবং ৮টি মুরগি পুষছেন, কোনো কবুতর পুষছেন না।
- তিনি তাদের পুকুরটিতে রুই, কাতল, চিতল, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করছেন। পুকুরটির চারপাশে তিনি কলা চাষ করলেও এখনো কোনো পেঁপে বা অন্য কোনো সবজির চাষ করছেন না।
- সাজেদা তার বাড়িতে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করছেন।
- তার বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লিচু, আমড়া, নারকেল, লেবু ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেগগিনি, কড়ই ও একাশি বা আকাশমণি। কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রহিমা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

সাফিয়া বেগম

স্বামী– মফিজুর রহমান (মাছচাষি)
গ্রাম– পিহর, নিমসার মডেল শাখা

সাফিয়া বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের। সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।

- তার বাড়িটি ১৪ শতাংশ জায়গার ওপরে। তার স্বামী একজন মাছচাষি বলে তাদের ছোট-বড় পাঁচটি পুকুরও আছে।
- সাফিয়া বেগম একটি গরু পুষলেও তার কোনো ছাগল নেই।
- তিনি তার বাড়িতে ২টি রাজহাঁস, ১০টি দেশি হাঁস এবং ৫টি মুরগি পুষছেন।
- তারা তাদের পুকুরগুলোতে রুই, কাতল, মৃগেল, বিগহেড, সরপুঁটি, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া,শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদি মাছ চাষ করছেন। পুকুরগুলোর চারপাশের পাড়ে বড় বড় অনেক গাছ এবং বাঁশঝাড়। সেখানে তারা এখনো কলা, পেঁপে বা কোনো সবজির আবাদ না করলেও খুব শিগগিরই করবেন বলে জানালেন।

সাফিয়া বেগমের পুকুর

সাফিয়া বেগমের পুকুর

সাফিয়ার গরুর ঘর

- সাফিয়া বেগম তার বাড়ির উঠোনের উপযুক্ত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেন, যেগুলোর ভেতরে রয়েছে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, ঢ্যাঁড়শ, টমেটো, বরবটি, পুঁইশাক, ডাঁটা, লালশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করছেন।
- তার বাড়িতে পেয়ারা, আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আমড়া, জাম্বুরা, ডালিম, কামরাঙা, চালতা, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে রেইনট্রি কড়ই, একাশি বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম। আছে দুটি বাঁশঝাড়ও। আর তার বাড়িতে ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম, বাসক, তুলসী ও মেহেদী।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ১০ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- রহিমা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি এবং পুকুরগুলো থেকে মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

জুলেখা আক্তার

স্বামী– আবুল হোসেন (কৃষিকাজ ও মুদি দোকানি)
গ্রাম– সিকুটিয়া, নিমসার মডেল শাখা

জুলেখা আক্তার তার বাড়ির উঠোনের উপযুক্ত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেন, যেগুলোর ভেতরে রয়েছে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, শিম, লালশাক, ঢ্যাঁড়শ ও ধনেপাতা

- জুলেখা আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৩ শতাংশ জমিতে এবং বাড়ির পুকুরটি ১২ শতাংশের।
- বর্তমানে (তার বাড়িতে গিয়েছিলাম ৩ অক্টোবর, ২০১৮) তিনি ২টি গরু পুষছেন, যার একটি দুধেল গাভী, যেটি থেকে তিনি রোজ ৫ লিটার করে দুধ পান। তিনি কোনো ছাগল পুষছেন না।
- তিনি কোনো হাঁস বা কবুতর পোষেণ না, মুরগি পুষছেন ২টি।
- তার ১২ শতকের পুকুরটিতে তেলাপিয়া, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প মাছ চাষ করছেন। পুকুরটি ক্ষুদি পানায় ছাওয়া। চারপাড়ে এখনো ঝোপ-জঙ্গল, তবে এর মাঝেই তিনি শিম চাষ করছেন।

জুলেখা আক্তারের গরুর ঘর

নিজের পুকুরপাড়ে শিমগাছের পাশে জুলেখা আক্তার

- একটি আদর্শ বাড়ির শর্ত অনুযায়ী শিগগিরই তিনি তার পুকুরের চারপাশের পাড়ে পেঁপে ও কলা চাষ শুরু করবেন।
- জুলেখা আক্তার তার বাড়ির উঠোনের উপযুক্ত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেন, যেগুলোর ভেতরে রয়েছে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, শিম, লালশাক, ঢ্যাঁড়শ ও ধনেপাতা।
- তার বাড়িতে জায়গা খুব কম। নারকেল ছাড়া অন্য কোনো ফলের গাছ নেই, তবে কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি, একাশি বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম। বাঁশের ঝাড় আছে একটি। কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- জুলেখা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি এবং পুকুরগুলো থেকে মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

আঁখি আক্তার

স্বামী– অলিউল্লা (ব্যবসায়ী)
গ্রাম– সিকুটিয়া, নিমসার মডেল শাখা

তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে কাঁঠাল, পেয়ারা, বড়ই ও নারকেল। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি ও একাশি বা আকাশমণি। কোনো ঔষধি গাছ নেই

- আঁখি আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৫ শতাংশ জমিতে এবং বাড়ির সঙ্গে লাগানো বিশাল একটি শরিকি পুকুরের ৬ শতাংশের মালিক তিনি।
- আঁখি ২টি গরু পুষছেন। গরু দুটি ছোট। লক্ষ্য– এই গরু দুটিকে মোটাতাজা করে আগামী কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করবেন। তিনি কোনো ছাগল পুষছেন না।
- তিনি ৪টি হাঁস ও একটি মুরগি পুষছেন। কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে তেলাপিয়া, রুই, কাতল, মৃগেল, শিং, মাগুর, সিলভার কার্প ও গ্রাস

আঁখি আক্তারের গরুর ঘর

নিজেদের শরিকি পুকুরের পাড়ে লাউ চাষ করেছেন আঁখি আক্তার

আঁখি আক্তারের জাম্বুরা গাছ

কার্প মাছ চাষ করছেন। পুকুরটির চারপাশে বড় বড় গাছ। তবে একটি পুঁইয়ের মাচান দেখলাম।

- আঁখি আক্তার তার বাড়ির উঠোনে সবজি চাষ করছেন। তিনি তার সবজি বাগানে রয়েছে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, ঢ্যাড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে কাঁঠাল, পেয়ারা, বড়ই ও নারকেল। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি ও একাশি বা আকাশমণি। কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- আঁখি তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি এবং পুকুরগুলো থেকে মাসে গড়ে ১২ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

সুফিয়া বেগম

স্বামী– মো. খোর্শেদ মিয়া

গ্রাম– আবিদপুর পশ্চিমপাড়া, নিমসার মডেল শাখা

তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে পেয়ারা, লেবু, জলপাই, জাম্বুরা, চালতা ও নারকেল। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে রেইনট্রি কড়ই, মেহগিনি ও একাশি বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।

- সুফিয়া বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি সাড়ে ৪ শতাংশ জমিতে। বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে তাদের একটি বেশ বড় একটি হাজামজা পুকুর আছে, যেটিতে সুফির ভাগে পড়েছে ২০ শতাংশ।
- তিনি তার বাড়িতে একটি গরু ও দুটি ছাগল পুষছেন।
- তিনি ৬টি হাঁস এবং ৩০টি মুরগি পোষেণ। কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, কার্প ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।

সুফিয়া বেগমের গরুর

সুফিয়া বেগমের ছাগল

সুফিয়ার শুকিয়ে যাওয়া পুকুর

- সুফিয়া বেগম তার বাড়ির উঠোনে বেগুন, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, মরিচ, টমেটো, ফুলকপি, লালশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে পেয়ারা, লেবু, জলপাই, জাম্বুরা, চালতা ও নারকেল। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে রেইনট্রি কড়ই, মেহগিনি ও একাশি বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- সুফিয়া তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি, পুকুর এবং কৃষিকাজ থেকে মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

আনোয়ারা বেগম

স্বামী– আবদুর রহমান (কৃষিকাজ)
গ্রাম– আবিদপুর দক্ষিণ-পশ্চিমপাড়া, নিমসার মডেল শাখা

তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে পেয়ারা, লেবু, জলপাই, জাম্বুরা, চালতা ও নারকেল। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে রেইনট্রি কড়ই, মেহগিনি ও একাশি বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম

- আনোয়ারা বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ২৬ শতাংশ জমিতে। বাড়ির পেছনে অনেক বড় একটি শরিকি পুকুর আছে তাদের। কিন্তু তিনি পুকুরটির সঠিক আয়োতন বলতে পারলেন না।
- তিনি তার বাড়িতে ৩টি গরু পুষছেন। রোজ দুধ পান ৫ লিটার করে। দুইটি ছাগলও পোষেণ তিনি।
- তিনি তার বাড়িতে একটিটি হাঁস এবং ৯টি মুরগি পোষেণ। কোনো কবুতর পোষেণ না।
- তাদের শরিকি পুকুরটিতে পাঙ্গাস ছাড়া এলাকায় প্রচলিত প্রায় সব ধরনের মাছই চাষ করেন।

নিজের পুকুরপাড়ে আনোয়ারা বেগম

আনোয়ারার গরুর পাশে তার স্বামী আবদুর রহমান

আনোয়ারা বেগমকে গাভী পালনসহ একটি আদর্শ বাড়ি গড়ে তোলার নানা বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন সিদীপের কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ নারায়ণ রায়

- আনোয়ারা বেগম তার বাড়িতে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, শসা, শিম, লালশাক, উঠোনে বেগুন, ফুলকপি, ধনেপাতা, টমেটো, বরবটি, ধুঁদুল, ঝেঙে ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে পেয়ারা, লেবু, জলপাই, জাম্বুরা, চালতা ও নারকেল। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে রেইনট্রি কড়ই, মেহগিনি ও একাশি বা আকাশমণি ও বেলজিয়াম। তার বাড়িতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তিনি তার বাড়িতে একটি বৈদ্যুতিক মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। তিনি তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- আনোয়ারা তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি, পুকুর এবং কৃষিকাজ থেকে মাসে গড়ে ২৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

বিউটি বেগম

স্বামী– জামাল হোসেন (কৃষিকাজ)
গ্রাম– প্রেমু, নিমসার মডেল শাখা

বিউটি বেগম তার বাড়ির উঠোনে লাউ, জালি কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, শসা, আলু, বরবটি, ধুঁদুল, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- বিউটি বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষির উপখাত সবজিচাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ১৮ শতাংশ জমিতে। বাড়ির পশ্চিম পাশে তাদের একটি বিশাল শরিকি পুকুর আছে, যেখানে বিউটি বেগমের ভাগে রয়েছে ৩ শতাংশ।
- তিনি তার বাড়িতে কোনো গরু ও ছাগল পুষছেন না। তিনি গরু পোষেণ কোরবানির বাজারকে লক্ষ্য করে। গত কোরবানির ঈদেও দুটি গরু বিক্রি করেছেন। এবারও দুটি গরু কিনে মোটাতাজা করে কোরবানির ঈদের আগে বিক্রি করে দেবেন।
- তিনি ২টি মুরগি পোষেণ। কোনো হাঁস বা কবুতর পোষেণ না।

নিজেদের শরিকি পুকুরের পাড়ে বাঁশঝাড়

উঠোনের একপাশে মিষ্টি আলু চাষ করছেন বিউটি বেগম

বিউটি বেগমের শরিকি পুকুর

- তাদের শরিকি পুকুরটিতে পাঙ্গাস, রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, সরপুঁটি ইত্যাদি মাছ চাষ করেন। পুকুরটি তারার কয়েক শরিক মিলে লিজ নিয়েছেন।
- বিউটি বেগম তার বাড়ির উঠোনে লাউ, জালি কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, শসা, আলু, বরবটি, ধুঁদুল, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে ফলের গাছের ভেতরে রয়েছে আম, পেয়ারা, নারকেল, সুপারি, বিলম্বি ও লেবু। কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে রেইনট্রি কড়ই, মেহগিনি ও বনডুমুর। তার বাড়িতে ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে অর্জুন।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- বিউটি তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত মাছ, সবজি, ফল, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি, পুকুর এবং কৃষিকাজ থেকে মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

শিউলী রানী দাস

স্বামী– প্রবীর চন্দ্র দাস (কৃষিকাজ)
গ্রাম– মনশাসন, নিমসার মডেল শাখা

শিউলী রানী দাসের বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, চালতা, নারকেল, সুপারি, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে । কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি ও কড়ই এবং ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে তুলসী। শিউলি, টগর, জবা, নয়নতারা ইত্যাদি ফলের গাছও আছে তার বাড়িতে।

- শিউলী রানী দাস সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য । এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- শিউলী রানী দাসের বাড়িটি ৩৯ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া বাড়ির পেছনে তার একটি পুকুর রয়েছে ৬০ শতাংশের।
- তিনি তার বাড়িতে একটি গরু পোষেণ, কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তার ৩টি হাঁস থাকলেও তিনি কোনো মুরগি বা কবুতর পোষেণ না।
- তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, শিং, মাগুর ও কই মাছ চাষ করেন।

শিউলী রানী দাসের গরু

- তিনি তার বাড়িতে লাউ, টমেটো, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, ডাঁটা, লালশাক, মিষ্টি কুমড়া, বরবটি, শিম ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- শিউলী রানী দাসের বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, চালতা, নারকেল, সুপারি, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছ আছে । কাঠের গাছের ভেতরে রয়েছে মেহগিনি ও কড়ই এবং ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে তুলসী। শিউলি, টগর, জবা, নয়নতারা ইত্যাদি ফলের গাছও আছে তার বাড়িতে।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।

শিউলী রানীর বাড়ির উঠোনের এক পাশে তুলসী, জবা ও পুঁইগাছ

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি এখনো রান্নাবান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

শিউলী রানীর পুকুরপাড়ে বাঁশঝাড়

- শিউলী তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- সবকিছু মিলিয়ে তিনি তার বাড়ি, পুকুর এবং কৃষিকাজ থেকে মাসে গড়ে ২০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

মমতাজ বেগম

স্বামী– মো. ইউনুস (সবজি চাষি ও ব্যবসায়ী)
গ্রাম– পরিহলপাড়া, নিমসার মডেল শাখা

তিনি তার বাড়িতে এবং বাড়ি থেকে একটু দূরে ৩০ শতাংশের সবজি বাগানে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, লালশাক, ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন

- পরিহলপাড়ার মমতাজ বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন কৃষির উপখাত সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- মমতাজ বেগমের বাড়িটি ৪ শতাংশ জমির ওপর এবং বাড়ির পেছনে তার একটি পুকুর আছে ৯ শতাংশের।
- তার কোনো গরু বা ছাগল নেই। দুটি গরু ছিল, বিক্রি করে দিয়েছেন।
- তিনি তার বাড়িতে বর্তমানে ৪টি হাঁস এবং ৭টি মুরগি পুষছেন। তবে তিনি কোনো কবুতর পোষেণ না।

নিজের পুকুরের সামনে পরিহলপাড়ার মমতাজ

পরিহলপাড়ার মমতাজের সবজি বাগান

- মমতাজ তার বাড়ির পেছনের পুকুরে তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।
- তিনি তার বাড়িতে এবং বাড়ি থেকে একটু দূরে ৩০ শতাংশের সবজি বাগানে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, লালশাক, ধনেপাতা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে আম, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল, জলপাই, কামরাঙা, নারকেল, ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি ও কড়ই। কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন না।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৫ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- মমতাজ তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- তিনি তার বাড়ির গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-সবফজ-ফল এবং বাড়ির সামনের সবজি বাগান থেকে মাসে গড়ে ৪০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

শিউলী আক্তার

স্বামী– শরিফুল ইসলাম
গ্রাম– পরিহলপাড়া, নিমসার মডেল শাখা

তার বাড়িতে আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, নারকেল, পেঁপে, কলা, জলপাই, জাম, বিলেতি গাব ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি ও শিল কড়ুই। কোনো ঔষধি গাছ নেই

- শিউলী আক্তার সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে ‘আদর্শ বাড়ি’ হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৬ শতাংশ জমির ওপর এবং বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা দূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে তার একটি পুকুর রয়েছে ৬০ শতাংশের।
- তিনি তার বাড়িতে ৩টি গরু পোষেণ। কোনো ছাগল পোষেণ না।
- তিনি তার বাড়িতে ৬টি মুরগি এবং ১০টি কবুতর পুষছেন। তবে তিনি কোনো হাঁস পোষেণ না।
- শিউলী তার পুকুরে তেলাপিয়া, রুই, কাতল, মৃগেল, সরপুঁটি ইত্যাদি মাছ চাষ করেন।

শিউলী আক্তারের গরুর ঘর

শিউলী আক্তারের পুকুর

উঠোনের শিমগাছের সামনে শিউলী আক্তার

- তিনি তার বাড়িতে শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, মরিচ, বেগুন, টমেটো, আলু, করলা, ধুঁদুল, ঝিঙে ইত্যাদি সবজি চাষ করেন।
- তার বাড়িতে আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, নারকেল, পেঁপে, কলা, জলপাই, জাম, বিলেতি গাব ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি ও শিল কড়ই। কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন না।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৪ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- শিউলী তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

মাফিয়া বেগম

স্বামী– মো. আবুল কালাম (ব্যবসায়ী)
গ্রাম– পরিহলপাড়া, নিমসার মডেল শাখা

তার বাড়িতে আম, জলপাই, লিচু, মাল্টা, কমলা, বাউফুল, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, পেঁপে, কলা, জাম, তেঁতুল, লেবু, খেজুর ইত্যাদি ফলের গাছ আছে।
কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি, আকাশি বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, লোহাকাঠ ও রেইনট্রি কড়ই এবং ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম, বহেরা, আমলকি। মসলা গাছ রয়েছে তেজপাতা

- মাফিয়া বেগম সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি ৬০ শতাংশ জমির ওপর। বাড়ি বা বাড়ির বাইরে তার কোথাও কোনো পুকুর নেই।
- তিনি তার বাড়িতে কোনো কোনো গরু ও ছাগল পোষেণ না।
- তিনি তার বাড়িতে ১০টি হাঁস এবং ২০টি মুরগি পোষেণ। কবুতর পুষছেন এক জোড়া।
- তিনি তার বাড়ির উঠোনে উপযুক্ত ও সুবিধাজনক জায়গায় নানা রকমের সবজি চাষ করছেন;

যেগুলোর ভেতরে রয়েছে– লাউ, মুলা, টমেটো, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, ধনেপাতা, ধুঁদুল, বরবটি, উচ্ছে ইত্যাদি।

মাফিয়া বেগমের নার্সারি

- তার বাড়িতে আম, জলপাই, লিচু, মাল্টা, কমলা, বাউফুল, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, পেঁপে, কলা, জাম, তেঁতুল, লেবু, খেজুর ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি, আকাশি বা আকাশমণি, বেলজিয়াম, লোহাকাঠ ও রেইনট্রি কড়ই এবং ঔষধি গাছের ভেতরে রয়েছে নিম, বহেরা, আমলকি। মসলা গাছ রয়েছে তেজপাতা।
- তাদের একটি বেশ বড় নার্সারি রয়েছে– যেখানে রয়েছে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের ফল, ফুল ও কাঠের চারা।

মাফিয়া বেগমের নার্সারিতে কমলা গাছের কমলা দেখাচ্ছেন তার ছেলে

- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন না।
- তার বাড়ির মোট সদস্য ৬ জন। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের
আদর্শ বাড়ি

আজমেহের

স্বামী– কবির হোসেন (প্রবাসী)
গ্রাম– কৃষ্ণপুর, নিমসার মডেল শাখা

তিনি তার বাড়ির উঠোনের বাগানে নানা রকমের সবজি চাষ করছেন; যেগুলোর ভেতরে রয়েছে– লাউ, মিষ্টি কুমড়া, লালশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, আলু, টমেটো, চিঙ্গিা, বরবটি, করলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি

- আজমেহের সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন সবজি চাষের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে ‘আদর্শ বাড়ি’ হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- আজমেহেরের বাড়িটি ১৭ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া তার বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটি পুকুর আছে ৮ শতাংশের।
- তিনি তার বাড়িতে ৩টি গরু পালন করেন, কোনো ছাগল পোষেণ না।
- বাড়িতে তিনি ৪টি হাঁস এবং ১৬টি মুরগি পোষেণ। কোনো কবুতর পুষছেন না।
- তিনি তার বাড়ির উঠোনের বাগানে নানা রকমের সবজি চাষ করছেন; যেগুলোর ভেতরে রয়েছে–

আজমেহেরের গরুর ছাউনি

আজমেহেরের ঘরের পাশে বিলম্বি গাছ

লাউ, মিষ্টি কুমড়া, লালশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, আলু, টমেটো, চিঙ্গা, বরবটি, করলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

- তার বাড়িতে কামরাঙা, আম, বিলম্বি, লেবু, আতা, নারকেল ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি, আকাশি বা আকাশমণি ও কড়ই। কোনো ঔষধি গাছ নেই।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন না।
- তার বাড়ির মোট সদস্য এখন ৬ জন। চার মেয়ের তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, ছোট মেয়ে মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- আজমেহের তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন। দুধ বিক্রি করছেন দিনে দেড় লিটার করে।
- তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

সিদীপের এসএমএপি সদস্যদের

আদর্শ বাড়ি

সুফিয়া রহমান

স্বামী– আবদুর রহমান মুন্সি (কৃষিকাজ করেন)
গ্রাম– ডুবের চর, নিমসার মডেল শাখা

তিনি তার বাড়ির উঠোনের বাগানে নানা রকমের সবজি চাষ করছেন; যেগুলোর ভেতরে রয়েছে– লাউ, শিম, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, পুঁইশাক, বেগুন, ফেন কচু (বিশাল আকারের মান কচু, যাকে স্থানীয় ভাষায় ফেন কচু বলা হয়) ইত্যাদি

- সুফিয়া রহমান সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ নিয়েছেন গাভী পালনের জন্য। এরপর সিদীপের নিমসার মডেল শাখার কর্মকর্তাগণ এসএমএপির ঋণী সদস্যদের বাড়িগুলো থেকে ২০টি বাড়িকে 'আদর্শ বাড়ি' হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তালিকাভুক্ত করে সেখানে তার বাড়িটি অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী পরামর্শ দেয়ার পর থেকে তিনি তার বাড়িটিকে সার্বিকভাবে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজের বাড়িটিকে আরো লাভজনক করার চেষ্টা করে চলেছেন।
- তার বাড়িটি সাড়ে ১৯ শতাংশ জমির ওপর। এ ছাড়া তার বাড়ির কাছে নিজস্ব একটি পুকুর আছে ১৬ শতাংশের।
- তিনি তার বাড়িতে ২টি অস্ট্রেলিয়ান গরু পালন করেন, যা থেকে রোজ ৫ লিটার করে দুধ পান। তবে তিনি কোনো ছাগল পোষেণ না।
- বাড়িতে তিনি ১৫টি হাঁস, ২৫টি মুরগি এবং ২৮টি কবুতর পুষছেন।
- সুফিয়া রহমান তার পুকুরটিতে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, সরপুঁটি, শিং, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছের চাষ করেন।

সুফিয়া রহমানের গরু

সুফিয়া রহমানের পুকুর

পায়রাকে খাবার দিচ্ছে সুফিয়া রহমানের ছেলে

সুফিয়া রহমান তার উঠোনের একপাশে ফেন কচু চাষ করেন, যার প্রতিটি তিনি ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি করেন

- তিনি তার বাড়ির উঠোনের বাগানে নানা রকমের সবজি চাষ করছেন; যেগুলোর ভেতরে রয়েছে– লাউ, শিম, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া, জালি কুমড়া, পুঁইশাক, বেগুন, ফেন কচু (বিশাল আকারের মান কচু, যাকে স্থানীয় ভাষায় ফেন কচু বলা হয়) ইত্যাদি।
- তার বাড়িতে আম, জাম, জাম্বুরা, চালতা, জলপাই, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু, নারকেল, সুপারি, তাল ইত্যাদি ফলের গাছ আছে। কাঠের গাছের ভেতরে আছে মেহগিনি, আকাশি বা আকাশমণি, শিল কড়ই, সৃষ্টি কড়ই, গামারি, বেলজিয়াম ও ইউক্যালিপটাস। দুটি বাঁশঝাড়ও আছে। ঔষধি গাছের ভেতর আছে নিম, পাথরকুচি, ডায়বেটিস গাছ, তুলসী ও বড় ধনে।
- তিনি বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য উঠোনের পাশে বেশ বড় একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়েছেন। সেখানে তিনি গোবর এবং নানা রকমের আবর্জনা ফেলে জৈবসার তৈরি করছেন। তিনি কেঁচোসার উৎপাদন করছেন না।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য তার বাড়িতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তার রান্নাঘর, গোসলখানা, পায়খানা এবং গরু-হাঁস-মুরগি রাখার জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তিনি তার বাড়ির রান্নাবান্নার জন্য এখনো বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন না।
- তার বাড়ির মোট সদস্য এখন ৬ জন। চার মেয়ের তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, ছোট মেয়ে মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের সবারই থাকার উপযোগী ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে লেখাপড়া করার উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। বাড়ির সবার বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
- আজমেহের তার ঘরবাড়ি, গরু ও মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে রাখেন।
- তিনি তার বাড়িতে উৎপাদিত দুধ, সবজি, ফল, মাছ, কাঠ, লাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রিও করছেন।
- তিনি তার বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ২০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে জানালেন।

গাছে রেখেই টাটকা লাউ কেটে খাওয়ার বৈজ্ঞানিক কৌশল

এভাবেই গাছে একটি লাউ রেখে তা দুই থেকে তিনবার টাটকা রেঁধে খাওয়া যায়

বাজার থেকে কেনা বেশ কয়েকদিনের বাসি লাউ আর বাড়ির গাছ থেকে সদ্য কেটে নেয়া লাউ– রান্নার পর এ দুই লাউয়ের স্বাদের পার্থক্য বোধ করি সবা্রই জানা। গাছ থেকে কাটা তরতাজা টাটকা লাউয়ের খাসা স্বাদের কোনো তুলনাই হয় না! বাড়িতে লাউ গাছ থাকলেই কেবল এই টাটকা স্বাদ পাওয়া সম্ভব। বাড়িতে হঠাৎ মেহমান এলে তাদের আপ্যায়নেও এই টাটকা লাউয়ের স্বাদ এক চমৎকার অনুষঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। আর এই লাউ গাছে রেখেই যদি কয়েক দিনে দুই/তিনবার কেটে খাওয়া যায়? অনেকটা দুম্বার পেছনের দিকের মাংস কেটে খাওয়ার মতো? কি, অবাক হয়ে গেলেন? হ্যাঁ, এমনটা খুবই সম্ভব। আর এটি যে সম্ভব তা বাস্তবে করে দেখাচ্ছেন সিদীপের এসএমএপি কৃষি খাতের সদস্যগণ।

সিদীপের ভরসার বাজার ও নিমসার শাখার কৃষি খাতে এসএমএপি ঋণী সদস্যগণ গাছের লাউ গাছে রেখেই এর কিছু অংশ কেটে খাওয়ার অভিনব এক চর্চা করছেন। এ দুই শাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নিয়োজিত প্রশিক্ষক আওলাদ আলম কৃষির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় এমনই এক চমৎকার উপায় বাতলে দিয়েছেন। ভরসার বাজার শাখার সবজি চাষের জন্য এসএমএপি ঋণ নেয়া সেলিনা আক্তার জানালেন, আওলাদ আলমের প্রশিক্ষণ শেসে তিনি নিজে একটি লাউ গাছে রেখে তিনবারে খেয়েছেন।

এ ব্যাপারে আওলাদ আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এটি খুবই তাৎক্ষণিক প্রায়োগিক একটি উপায়। এজন্য লাউয়ের বিশেষ কোনো জাত বেছে নেয়ার দরকার নেই। যে কোনো ধরনের লাউ-ই গাছে রেখে দুই/তিনবার কেটে খাওয়া সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে, গাছ থেকে লাউয়ের নিচের দিক থেকে কেটে নেয়ার সময় যেন লাউয়ের ওপরের অংশে কোনো জখম না হয় এবং কোনো আঁচড় না লাগে। এবং কাটতে হবে খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঝট করে এক কোপে, যাতে লউয়ের গাছে থেকে যাওয়া মূল অংশে তেমন কোনো ঝাঁকি না লাগে।